প্রমীলার প্রথম

ঢাকা, উয়ারী, কাল্‌চার হাউসে অভিনীত
প্রথম অভিনয় রজনী—
১লা বৈশাখ, ১৩৩৯ সন।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৯

মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাশগুপ্ত
পার্শনেল্ এসিষ্টেণ্ট্
কাল্চার হাউস, উয়ারী, ঢাকা।

ঢাকা—
নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,
শ্রীকালাচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

অয়ি, মম ভাব কল্পনা,

সৌন্দর্য্য রচনা

অনুরাগিণী

দিলেম তোমাকে

প্রীতি-ফুল্ল চিতে

"প্র—" প্রথমখানি।

প্রথম অভিনয় রজনী—১লা বৈশাখ ১৩৩৯ সন

পরিচয়।

পুরুষ

উগ্রচণ্ড রুদ্র।

ফণী রুদ্র ... ... ঐ পুত্র

অলক রায়।

জীবন চন্দ।

ফটিক ... ... ফণীর শ্যালক।

গাড়ীওয়ালা।

স্ত্রী

শান্তা ... ... উগ্রচণ্ডের স্ত্রী।

সরযূ ... ... ফণীর স্ত্রী।

প্রমীলা ... ... উগ্রচণ্ডের মেয়ে।

ধনী ... ... ফণীর দাসী।

বামা ... ... উগ্রচণ্ডের দাসী।

শশীমুখী ... ... জনৈকা ভদ্র বিধবা।



প্রমীলার প্রথম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ফণীরুদ্রের আপিস বাড়ীর ঘর। তখনো ভোর হয় নাই।

ধনী ঝাঁটা লইয়া প্রবেশ করিল।

ধনী। (হাই তুলিয়া) দাদাবাবু সারারাত বাইরে ছিল। এখনো নীচে ওর বাতি জ্বলছে। আচ্ছা কারবার চলেছে। সকালের খাবারের সময় একটা কিছু হবে আজ। আমার বিয়ে হলে বাড়ীর পেছন দিয়ে ঢুকবার চাবি স্বামীর হাতে না থাকে তার বিধিমত চেষ্টা করব। (একটু আলুথালু ভাবে ফণীর প্রবেশ) এঁ্যা! দাদাবাবু যে!

ফণী। এঁ্যা! তুই এত রাত থাক্‌তে কি কর্‌ছিস্‌ এখানে ধনী?

ধনী। রাত, দাদাবাবু! বাঃ! ভোর হলো যে!

ফণী। ওঃ! আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম এত ভোরে। (বসিল)

ধনী। দিদিমণি যে আমাকে আরো সকালে উঠ্‌তে বলেন।

ফণী। তা, তা, তোর দিদিমণি তো ঠিকই বলেন। সকালে শোয়া, সকালে উঠা খুব ভালো কথা।

ধনী। কিন্তু এ বাড়ীতে সে আমি শুধু একাই মেনে চলি।

ফণী। থাক্, থাক্! আচ্ছা, তোর দিদিমণি ওঠেন নি?

ধনী। এখনি উঠ্‌বেন।

ফণী। তা'হলে পাশের ঘরের বিছানায় আমি একটু গড়িয়েনি। ওকে বিরক্ত করতে চাই না। শেষে মুস্কিল হবে। ধনী, তুই যে এখন আমাকে দেখ্‌লি তার এক বর্ণও তোর দিদিমণিকে বলিস্ না।

ধনী। তা বল্‌ব না। (দরজায়) কিন্তু বাতিটা সম্বন্ধে কি?

ফণী। কোন্ বাতি?

ধনী। হল ঘরে। ওটাতো আপনি আনেন নি।

ফণী। ওঃ! হাঁ! যা, নিয়ে আয়তো, লক্ষ্মীটি।

ধনী। যাচ্ছি দাদাবাবু। (নিষ্ক্রান্ত)

ফণী। ওঃ! ক্লাবে বাজি ধরে খেলে কি কাণ্ডই করলুম আজ! সারারাত যে কেটে গেল তা টেরই পাইনি। ওঃ! ঘুমে যে চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে। পাশের ঘরের বিছানায় পড়ি গিয়ে। কখন এসেছি সরযূ জান্‌তে পারবে না, বল্‌ব রাত্রে তাকে বিরক্ত করতে চাইনি। (বাহিরে শোনা গেল "দুধ" "দুধ"—সঙ্গে সঙ্গে দুধের পাত্র নীচে রাখার শব্দ হইল) ওঃ! দুধওলা এসেছে। এত সকালে কি করে দুধ নিয়ে আসে তাই ভাবি। মধ্যরাত্রে গাই দোয় নাকি? (ঝিমাইতে আরম্ভ করিল) এত সকালে, আশ্চর্য্য! (চেয়ারে বসিয়াই নিদ্রা)

(ধনী একটা পুঁটুলী লইয়া প্রবেশ করিল)

ধনী। (পুঁটুলী টেবিলের উপর রাখিয়া) দাদাবাবু। ঘুমুচ্ছে। দিদিমণি এসে এখানে দেখ্‌লে হৈ চৈ লাগিয়ে দেবে! দাদাবাবু! দাদাবাবু!

ফণী। (জড়িত কণ্ঠে) হরতনের নওলা।

ধনী। দাদাবাবু! দাদাবাবু!

ফণী। তুরুপ!

ধনী। স্বপ্ন দেখছে যে খেলছে! দাদাবাবু! দাদাবাবু! (ঝাঁকানি দিল)

ফণী। এ্যাঁ! ওঃ, তুই ধনী? হয়েছে কি?

ধনী। আপনাকে একটা পুঁটুলি দিয়ে গেল। (স্বগত) এর মধ্যে একটা শিশুটিশু হবে বলে মনে হচ্ছে।

ফণী। পুঁটুলি? কোথায়? কে দিয়ে গেল? কাকে?

ধনী। একটা এক ঘোড়ার গাড়ী।

ফণী। গাড়ী—কে ছিল ওতে? আমাকে দিয়ে গেল বল্লি যেন!

ধনী। হাঁ, গাড়ীতে একটি বাবু আর একটি মেয়েলোক ছিল।

ফণী। কোথায় তারা?

ধনী। চলে গেছে ধা করে—একটু না থেমেই। (স্বগত) কেমন কেমন ঠেকছে। কি আছে ওতে কে জানে?

ফণী। আশ্চর্য্য! এতে কি রয়েছে! (উঠিয়া গিয়া কাপড়ের ভাঁজ খুলিতে প্রবৃত্ত। দেখিল ধনী তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে) আচ্ছা যাক্‌, তুই যা।

ধনী। যাচ্ছি দাদাবাবু। (স্বগত) দাদাবাবুর কোন্ পাপের ফল এসে দেখা দিয়ে বসেছে তার ঠিক নেই।

(নিষ্ক্রান্ত)

ফণী। বেশ ভারিতো! জিনীসটা কি? খুলেই দেখা যাক্। (পুঁটুলীর ভাঁজ কিছু খুলিয়া চমকিয়া উঠিল) একটি শিশু! এর অর্থ কি? কেউ ঠাট্টা করলে নাকি? শিশু ফেলে গিয়ে ঠাট্টা! আমার কাছে কেন দিয়ে গেল! হা, ভগবান! এ রকম তো শোনা গেছে অনেক সময় রেলওয়ে ষ্টেশনে ইত্যাদিতে ফেলে যায়। ভুলে এখানে ফেলে গেছে; কিন্তু আমার স্ত্রী শুন্‌লে এটা ঠিক ভুল বলে বিশ্বাস করবে না। কি করা যায়? এটাকে কোনো রকমে দূর করতে হচ্ছে। কারু দরজায় ফেলে রেখে আস্‌ব। (শিশু কাঁদিয়া উঠিল; সে শিশুর মুখ চাপিয়া ধরিল) চুপ, চুপ, লক্ষ্মীটি! এখন আমার স্ত্রী এসে ঢুকলে আচ্ছা ফ্যাঁসাদেই পড়তে হবে! ঐ নড়াচড়া করছে শুন্‌ছি। (দৌড়িয়া গিয়া জানালার ফাঁক দিয়া চাহিল, শিশু আরো জোরে কাঁদিয়া উঠিল) হাঁ, উঠে পড়েছে! (দৌড়িয়া শিশুর কাছে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ফেলিল) ধনী হল ঘরে গেছে। আমি পিছনের দরজা দিয়ে পালাই। (পুঁটুলী লইয়া দৌড়িয়া নিষ্ক্রান্ত)

(র‍্যাপার জড়াইয়া সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। (দরজায় থামিয়া) কেউ নেই এখানে। আশ্চর্য্য! শিশুর কান্না শুন্‌লুম যেন। (ডাকিল) ধনী! ধনী! আমার স্বামীর কি হলো? আগে তো কখনো রাত্রে বাড়ী ফিরেনি এ রকম হয়নি। তেমন কিছু না ঘটে থাক্‌লে হয়। আচ্ছা, পাশের ঘরেতো এসে শুয়ে থাকৃতে পারে, কে জানে! (উঁকিদিয়া চাহিল) না, বিছানায় কেউ শুয়েছে বলেতো মনে হয় না। ওঃ! ভারি আশঙ্কা হচ্ছে যে, কোথা রইল সে! (আবার ডাকিল) ধনী! ধনী!

(বাতি লইয়া ধনীর প্রবেশ)

ধনী। কি দাদাবাবু, না, না দিদিমণি! (সরযূর কাছে বাতি রাখিল)

সরযূ। কার শিশু কেঁদে উঠ্‌লো শুন্‌লুম?

ধনী। শিশু, দিদিমণি! (স্বগত) তাহলে ওটা শিশুই বটে। (উচ্চে) জানি না, দিদিমণি!

সরযূ। এখানে একটা শিশু ছিল, কান্না শুনেছি।

ধনী। বাস্তবিক, দিদিমণি! আমি কিছু জানি না এর।

সরযূ। ঠিক বলছিস্? (স্বগত) ওর রকম দেখে সন্দেহ হচ্ছে। (উচ্চে) যদিও বিশেষ কিছুই করিস্‌নি, এ ঘরে তুই এসেছিলি দেখতে পাচ্ছি।

ধনী। শেষরাত্রে উঠ্‌তে হলে মানুষ আর কি বেশী করতে পারে।

সরযূ। থাক্, তোর সঙ্গে বর্ত্তমানে উঠ্‌বার সময়ের কথা আলোচনা করতে চাইনা। আমাদের কথা হচ্ছে শিশুকে নিয়ে, আর এযে শিশু সে সম্বন্ধে কোনো ভুলই নেই। আমাকে ভাঁড়াতে চেষ্টা করিস্‌নে বল্‌ছি। এ কি তোর?

ধনী। কি, দিদিমণি! আমার!

সরযূ। নে, আর ভাণ করিসনে! কথার উত্তর দে, একি তোর?

ধনী। (কাঁদিয়া উঠিয়া) জীবনে আমাকে এমন অপমান করেনি কেউ। তুমি জানো আমি বিধবা। তবু এমন কথা তুমি মুখ দিয়ে আন্‌লে! হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে এও ছিল!

সরযূ। থাম্, থাম্ ধনী। আমি শুধু তোকে প্রশ্ন করছি। তুই উত্তর দে। একি তোর?

ধনী। না, কখ্‌খনো নয়।

সরযূ। বেশ, তুই এ সম্বন্ধে কিছুই জানিস না?

ধনী। কিছুই জানিনা। (বাতিটা ধরিয়া নাড়িতে লাগিল)

সরযূ। আশ্চর্য্য! তুই বাতিটা নিয়ে কি করছিস্?

ধনী। বাতিটা? ওঃ! দাদাবাবু বল্লে—না, দেখ্‌লুম নীচে জ্বলছে, তাই ওপরে নিয়ে এলুম।

সরযূ। কি জন্যে ?

ধনী। জানিনা, দিদিমণি। সিঁড়ির কাছে পেলুম, তাই নিয়ে এলুম।

সরযূ। মিথ্যা কথা। আমি নিজে এটা হলঘরে টেবিলের ওপর রেখেছিলুম।

ধনী। (কাঁদিয়া ফেলিল) তা হবে, দিদিমণি। আমার কি অতকথা মনে থাকে !

সরযূ। যা এখান থেকে।

ধনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে স্বগত) আর কারু জন্যে সেখানো কথা বল্‌ব না। (নিষ্ক্রান্ত)

সরযূ। কি ব্যাপার ? কি রহস্য এটা ? মেয়েটা নিশ্চয় আমার স্বামীর দোষ ঢাক্‌তে চাচ্ছে—একে হয়ত ঢাক্‌তে বলেছে ! এতটা নরাধম সে নয়। হয়ত আমার ভুল। ধনীটাকে শিশুর কথা জিজ্ঞেস্ করায় হয়ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল, তাই—কিন্তু শিশুটা ! এতো আশ্চর্য্য ! আমার ভুল হতে পারে না, নিশ্চয় শিশুর কান্নাই শুনেছি। (ফণী জানালার দিক অতিক্রম করিয়া গেল। জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া) এইতো বাবু ! বাড়ী ফেরবার সময়ই বটে ! বাইরের পোষাক সবই রয়েছে। ওর পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকবার সুরুচি দেখে খুব খুসি হলুম। এখনি কি সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াব ? (দরজায়) না, কেউ দেখেনি

কতে তাই মনে করুক, তারপর চা খাওয়ার সময় দেখা যাবে। (নিষ্ক্রান্ত)

(ফণীর প্রবেশ)

ফণী। বেড়ে হয়েছে, পরিষ্কার কাজটি করেছি। রাস্তায় বেরিয়ে একটা বাড়ীর দরজা খোলা পেলুম, দাসী দরজা খুলেই সরে গেল, আমি চুপ্‌চাপ শিশুটিকে রেখে সরে এলুম। এখন শোয়া যেতে পারে।

(পাশের ঘরে নিষ্ক্রান্ত)

(প্রাতরাশ লইয়া ধনীর প্রবেশ)

ধনী। দাদাবাবু কি করবে না করবে তার ঝক্কি যাবে আমার ওপর! এ আমি সইতে পারব না।

(ফটিকের প্রবেশ, তার বয়স আঠারো উনিশ হবে। সে আসিয়া ধনীকে ধরিতে চেষ্টা করিল) কি কর, কি কর ফটিক বাবু? সর, সর! জ্যোৎস্না কি মনে করবে?

ফটিক। জানিনা. জান্‌তে চাইও না।

ধনী। খুব জান, জানতে চাওতো। তাকে তুমি ভালবাস না?

ফটিক। তা এক রকম বাসি।

ধনী। তা এক রকম হোক, দুই রকম হোক্‌, বাস যখন এখন অন্যের প্রতি ভাব দেখাতে আসা কেন?

ফটিক। আরে বুঝ্‌লেনা ধনী—আমরা হলুম বিশ্ব-প্রেমিক—তাতে আমাদের কোন দোষ হয় না—তুমি যেন কাঁদছিলে। কেন?

ধনী। দিদিমণি ভারি বিশ্রী লজ্জার কথা সব বল্‌ছিলেন আমাকে।

ফটিক। কি সম্বন্ধে ?

ধনী। তা জানোতো, ফটিক বাবু, দাদাবাবু এইমাত্র বাড়ী ফিরলো।

ফটিক। এঁ্যা ! বল কি !

ধনী। তিনি আসতেই, তাঁকে এখানে এনে কে একটা পুঁটুলি দিয়ে গেল। আমি এনে তাঁকে তা দিলুম। পরে হল ঘর থেকে ওঁর বাতি আনতে গেলুম, ফিরে দেখি উনি নেই, দিদিমণি এসে শিশুর কান্না শুনেছেন বলে আমাকে গালাগাল করতে লাগ্‌লেন। আর সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস্‌ করলেন শিশু আমার কিনা। (কান্না)

ফটিক। ওঃ, কি লজ্জার কথা !

ধনী। আমি আর থাক্‌ব না এখানে।

ফটিক। আরে, এ কিছু নয়। দিদি ভুল করেছে।

ধনী। ভুল করেছে ? না, তাতো করেনি।

ফটিক। তাহলে ঠিকই শিশু ?

ধনী। নিশ্চয়, সে সম্বন্ধে কেনো ভুল নেই।

ফটিক। জামাইবাবুর কাছে ! (কয়েক পা সরিয়া গেল)

ধনী। তাই হবে, যে দিলে সে বলে গেল এ বাড়ীতে ভদ্রলোক থাকেন তাঁকে দিতে হবে।

ফটিক। এ বাড়ীতে যে ভদ্রলোক থাকেন ? তাহলে হয়তো জামাইবাবু নন্ !

ধনী। দেখো, আবার তুমি নওতো, ফটিকবাবু ?

ফটিক। ওঃ, ভারি গোলমাল বেঁধেছে তো ! (বসিল, ধনী হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল)

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। ধনী ! চা হওয়া মাত্রই নিয়ে আসিস্।

ধনী। আচ্ছা, দিদিমণি।

(ফটিকের দিকে চাহিয়া হাসিয়া নিষ্ক্রান্ত)

সরযূ। তোর কি হয়েছেরে, ফটিক ? অসুখ করেছে ? অমন দেখাচ্ছে কেন তোকে ?

ফটিক। ওঃ, কিছু না, দিদি—দাঁত বেদনায় বোধ হয়।

সরযূ। (স্বগত) ছোঁড়া পরিষ্কার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ! এখানে কিছু একটা হচ্ছে, আর ধনীই এর মূলে। কিন্তু কিছুই টের পাচ্ছি না। ওকে আজ্‌কেই তাড়িয়ে দিচ্ছি।......(ফটিকের নিকটে বসিয়া) আজ সকালে কি হয়েছে ধনী বলেছে কিছু ?

ফটিক। হাঁ, দিদি—না, না—না, দিদি ! (সরযূর দিকে চাহিতেই মুখ ফিরাইল)

সরযূ। কোন্‌টা ঠিক—হাঁ কি না ?

ফটিক। ন্—ন্——হাঁ, দিদি !

সরযূ। ধনী বলেছে যে আমি শিশুর কান্না শুনেছি ?

ফটিক। হাঁ হাঁ, দিদি।

সরযূ। বল্. এ আমার কল্পনা, না সত্যি শুনেছি ?

ফটিক। হঁ—হ্‌ঁা—হাঁ, দিদি !

সরযূ। আমি শুনেছি।

ফটিক। হঁ—হাঁ, দিদি !

সরযূ। কার শিশু এটা ?

ফটিক। আমার নয় দিদি।

সরযূ। (একটু নীরবতার পর) বোকা ছেলে। কে বলছে তোর ? এখানে শিশু এল কি করে ?

ফটিক। এখানে আনা হয়েছে।

সরযূ। কার কাছে ?

ফটিক। জানি না, দিদি। যারা নিয়ে এসেছিল তারা বল্লে, যে ভদ্রলোক এখানে থাকেন তাঁকে দিতে হবে, কিন্তু সে তো আমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না।

সরযূ। যা তো তোর জামাইবাবুকে জাগা গিয়ে।—(দরজা দেখাইল, ফটিক সেখানে গিয়া দাঁড়াইয়া) আর ওকে ঘুমুতে দেওয়া যেতে পারে না। পরে সারাদিন ঘুমোতে পারবে। এ রহস্য এখনই ভেদ করা চাই। (উঠিল) যা, জরুরী কথা আছে বল্ গিয়ে। আর কিছু বলিস্ নি। বুঝ্‌লি ?

ফটিক। না দিদি। (নিষ্ক্রান্ত)

সরযূ। আর এ রহস্য ভেদ যদি আমার মনমত না হয় তাহলে আর এক মুহূর্ত্তও আমি এ বাড়ীতে থাকব না। (বসিল)

(ধনীর প্রবেশ)

ধনী। দিদিমণি,ও বাড়ীর শশী ঠাকরুণ দেখা করতে এসেছেন।

সরযূ। আর এক সময় আস্‌তে বলিস। এখন আমার অবসর নেই।

ধনী। আচ্ছা, দিদিমণি। (নিষ্ক্রান্ত)

সরযূ। দেখা করতে আসার সময়ই বটে !

(ফটিকের পুনঃ প্রবেশ)

ফটিক। দিদি, জামাইবাবু আসছেন।

সরযূ। কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিস্‌নি তো ?

ফটিক। না দিদি। আমি ঝাঁকানি দিলুম—উনি বল্লেন—"কি গোলমাল করছ!" আমি বল্লুম—"দিদি"—আর এগোবার আগেই উঠে বল্লেন—"আচ্ছা, যাচ্ছি।" (নিষ্ক্রান্ত)

সরযূ। ওর বিবেক ওকে ঘুমোতে দিলেও আমি ওকে ঘুমোতে দেব না। পুরুষের বিবেক ভারি আছে।

(শশীমুখীর প্রবেশ)

শশী। মাপ করবেন, অসময়ে বিরক্ত করছি। আমি বড় বিপদে পড়েছি। জানাজানি হলে এ ভারি কলঙ্কের কথা—(ফটিকের প্রবেশ) ভদ্রঘরের বিধবা আমি।

সরযূ। কি হয়েছে ?

শশী। আজ ভোরে কে আমার খোলা দরজার কাছে একটি—একটি শিশু রেখে গেছে।

ফটিক। আর একটি ? ওঃরে ! (নিষ্ক্রান্ত)

শশী। আপনি ছাড়া এ পাড়ায় আর কার কাছে উপদেশই চাইব ? আর কারো কাছে বল্লে ঢাক পিটিয়ে দেবে। এখন বলুন তো, আমি কি উপায় করি ?

সরযূ। বসুন। (তাহারা বসিল) আমি দুঃখের সহিত জানাচ্ছি এ ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্য করতে পারব না, তবে আমার স্বামীকে সাহায্য করতে হবে। তিনি এখনি এখানে আসবেন।

(ফণীর প্রবেশ)

ফণী। এই আমি—কে, ওঃ ! (শশীকে দেখিয়া) মাপ করবেন, লক্ষ্য করিনি। আপনি এ সময় ?

শশী। একটা গোপনীয় বিষয়ে আপনার স্ত্রীর উপদেশ নিতে এসেছি। উনি আপনাকে বলতে বলছেন। আপনাকে দিয়েই নাকি আমার বেশী উপকার হবে।

ফণী। তা বলুন। এতো সুখের কথা।

শশী। (উঠিয়া) বল্‌ছি তাহলে, আজ ভোরে কোনো খারাপ লোক আমার দরজা খোলা দেখে—খোলা দেখে সেখানে একটি শিশু ফেলে গেছে।

ফণী। (ফিরিয়া) কি ! আমি কি—আমি—কি বল্লেন ?

সরযূ। বল, বল, বলে যাও "আমি কি" ? "আমি কি আপনার ঘরেই ?" বলে যাও।

শশী। আমার দাসী গিয়ে কাপড় চোপড় জড়ান পুঁটুলিটি পেলো। (বসিল)

ফণী। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! (স্বগত) এ যে শশী ঠাক্‌রুণের বাড়ী তাতো জান্‌তুম না, এ যেন সকলেরই বাড়ী, চিন্‌বার যো নেই। (প্রকাশ্যে) কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কে এ রকম—

শশী। জানি না, সে পরে বের করতে চেষ্টা করা যাবে। এখন এই শিশুটিকে নিয়ে কি করা যায় ?

ফণী। (একটু নীরবতার পর) আমার উপদেশ শুনলে পুলিশে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। (চা ইত্যাদি লইয়া ধনীর প্রবেশ) ওরা খোঁজ করে মালিক বের করে ফেল্‌বে।

শশী। ওঃ, সেই বেশ। এক্ষুণি তাই পাঠাচ্ছি গিয়ে। (উঠিল)

সরযূ। যাবার আগে অনুগ্রহ করে এক পেয়ালা—

শশী। না, এখন আমার মুখ দিয়ে কিছুই গল্‌বে না। বোঝাটা না নামানো পর্য্যন্ত আমার শান্তি নেই।

ফণী। সে তো ঠিকই। (সরযূ উঠিল)

শশী। আসি তবে—মাপ করবেন, বিরক্ত করলুম।

ফণী। না, না।

শশী। আপনার উপদেশের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সরযূ। নমস্কার। (শশীমুখী নমস্কার করিয়া ধনীসহ নিষ্ক্রান্ত) ফটিক! (বসিল)

ফটিক। (দরজায় উপস্থিত হইয়া) কি, দিদি ?

সরযূ। খেতে আয়। (ফটিক প্রবেশ করিয়া বসিল, সরযূ চা পরিবেশন করিতে লাগিল)

ফণী। বেশী চিনি দিও না, সরু।

ফটিক। আমার জন্যে তিন চামচ, দিদি !

সরযূ। একটা ডিম দি ? (আদরের সুরে)

ফটিক। হাঁ, দিদি, দুটো।

সরযূ। আমি তো তোকে জিজ্ঞেস করিনি, তোর জামাইবাবুকে করেছি। বেশী ফাজিল হয়ে উঠেছিস্।

ফণী। বোকা হওয়ার চেয়ে সে ভালো, সরু।

সরযূ। আমি তা মনে করি না।

ফটিক। চা'টা ভারি "লাইট" হয়েছে দিদি।

সরযূ। ছেলেদের পক্ষে এই যথেষ্ট।

ফণী। দেখ সরু, ব্যাপারটা ভয়ানক। থানায় যে শিশুটিকে রাখ্‌বে তা বোধ হয় না।

সরযূ। তাহলে থানায় পাঠাতে বলে দিলে কেন ?

ফণী। কিছু তো একটা বলা চাই, নইলে যে সারাদিন এখান থেকে নড়বে না।

সরযূ। এ অবস্থায় পড়লে তোমাকে এই রকম বলে দিলে কি রকমটা হতো ?

ফণী। তা শিশু যদি কারু বাড়ীতে ফেলে রেখে যায়। (ভঙ্গী। ফটিক টেবিলের নীচে দিয়া ফণীকে খোঁচা দিতে চেষ্টা করিল)

সরযূ। সেটাতো আর ও বেচারীর দোষ নয়।

ফণী। দেখ সরু, সব সময় একটা কারণ থাকে এই সব— (সেই ভঙ্গী, ফটিক)

সরযূ। ওঃ! থাকে নাকি? (ভঙ্গী। ফটিক ফণীকে খোঁচা দিল, সরযূ দেখিল এবং চক্ষু ফণীর উপর ন্যস্ত করিল—ফণী আস্তে আস্তে দাঁড়াইল) তাহলে ওর কাছে না রেখে যদি তোমার কাছে ফেলে রেখে যেতো?

ফণী। ওঃ, তুমি বাজে কথা পাড়ছো।

সরযূ। না, তা পাড়ছিনা। আমি আবার বলছি, ঐ শিশুটি যদি—

ফণী। আবার বল্‌বার তো তোমার কোনো হেতু নেই—আমি পরিষ্কার বুঝছি তোমার কথা!

সরযূ। বেশ, তাহলে

ফণী। তাহলে নিশ্চয়—অতি নিশ্চয়—কোনো দ্বিধা না করেই (ফটিকের চা পান) নিঃসন্দেহে আমি—আমি—আমি ফটিককে জিজ্ঞেস্ করব—(ফটিকের গলায় আট্‌কিল, পেয়ালা রাখিয়া দিল)

ফটিক। আমাকে, জামাইবাবু?

ফণী। ব্যাপারটা রহস্য কি।

সরযূ। তাই জিজ্ঞেস্ করবে নাকি?

ফণী। (স্বগত) যাক্! একটা বলে দিয়ে তো বাঁচ্‌লুম।

সরযূ। তোমাকে যেন অসুস্থ দেখাচ্ছে, প্রিয়তম—রাত্রে বুঝি ভালো ঘুম হয়নি? অনেক রাত্রে এসেছিলে কি?

ফণী। (স্বগত) এইবার খেয়েছে। (প্রকাশ্যে) না, বেশ ভালো আছি। চমৎকার ঘুম হয়েছে, একটু দেরীতে এসেছিলাম।

সরযূ। প্রিয়তম, যখন বাড়ী এসেছিলে তখন কটা বেজেছিল বলে মনে কর ?

ফণী। তা—তা—বলতে একটু লজ্জা হয়, বোধ হয় প্রায় একটা হবে।

সরযূ। তাই নাকি ? আমি তো ঢুটোর আগে ঘুমুতে যাইনি।

ফণী। ওঃ,তাহলে হয়ত ঢুটো পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট হবে।

সরযূ। কোথায় ঘুমিয়েছিলে, লক্ষীটী ?

ফণী। পাশের ঘরে, সরু।

সরযূ। মেঝের উপর প্রিয়তম ?

ফণী। না, সরু, খাটের উপর।

সরযূ। কিন্তু আমি তো পাঁচটার সময় দেখলুম বিছানায় কেউ নেই।

ফণী। তাহলে সাড়ে পাঁচটায় এসেছি আমি। যাক্ এখন এ বিষয়।

সরযূ। তা থাক্ ! অন্য বিষয়ে ঢুই একটা কথা আছে—

ফণী। ওঃ !

সরযূ। সে বিষয়টার আলোচনা হয়ে গেলে তোমার বাড়ী আমি চিরকালের মত ছেড়ে যাব।

ফণী। (মুখ ঘুড়াইয়া) তথাস্তু। (বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া) অ্যাঁ !

সযযূ। ওঃ, এতটা বিস্ময়ের ভাব দেখাতে হবে না। আমার কথা তুমি বেশ বুঝতে পারছ! তোমার নষ্টামি গোপন রয়েছে বলে তুমি বিশ্বাস করছ! আমি জানি সব!

ফণী। সব!

সরযূ। আমি জানি শশীমুখীর বাড়ীতে তুমিই শিশুটা ফেলে এসেছ, আজ সকালে তোমার কাজেই শিশুটাকে কে দিয়ে যায়। এখন তোমার—তোমার যদি কিছু বল্‌বার থাকে—সে—সে আমার বাবার কাছে গিয়ে ব'লো। (দরজার কাছে গিয়া) আমি আমার ট্রাঙ্ক্ গুছোতে যাই। (নিষ্ক্রান্ত)

ফণী। খেয়েছে! কি করে জান্‌লে? ফটিক! ফঠিক! কি করা যায় এখন?

ফটিক। জানি না।

ফণী। কি বলি? এর প্রত্যেকটি কথা সত্যি। ফটিক, ঠিক করে বলতো এই শিশুটা সম্বন্ধে তুমি কিছু জান কি না।

ফটিক। আমি, জামাইবাবু? না।

ফণী। তুমি আম্‌তা আম্‌তা করছ—তুমি জান কিছু! হুঁ! বুঝছি সব। (ফটিককে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া) তুমি—তুমিই আমার শান্তি নষ্ট করেছ! তুমি কোথায় কি করে এসেছ, তার জন্যে কি ভুগব আমি? না!

যাও ঐ হতভাগা স্ত্রীলোকটীর কাছে এক্ষুনি, গিয়ে শিশুটা নিয়ে এস তার কাছ থেকে !

ফটিক। এর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে ?

ফণী। জানি না, তবে নিয়ে এস ওটাকে এখানে, নিয়ে যাও পুলিশ ষ্টেশনে।

ফটিক। কিন্তু জামাইবাবু—

ফণী। কিন্তু কিন্তু করতে হবে না। যাও ; (ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল) আচ্ছা ফ্যাঁসাদে পড়া গেছে। যাই, সরযূর কাছে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলি। কিইবা বল্‌ব বুঝিয়ে ? আমলো ! সেইখানেইতো গোল ! বুঝিয়ে বল্‌বার কিছু নেই ! (চিঠি লইয়া ধনীর প্রবেশ, চিঠি দিয়া নিষ্ক্রান্ত) { চিঠি খুলিয়া } আমার বোনের চিঠি। (পড়িল) "বাবা মা পশ্চিমে থাকার সময় গোপনে তো আমার বিবাহ করিয়ে দিলে, কিন্তু এখন যে নতুন বিপদ উপস্থিত, এখন তুমি ছাড়া আর আমাকে কে রক্ষা করবে, দাদা ?" এ্যাঁ ! আবার কি হলো ? "জানোতো ওঁর সঙ্গে বিয়েতে বাবা মার কিছুমাত্র মত্‌ ছিল না। উনি সাব্‌ডেপুটি হওয়ার খবর গেজেটে বেরুলে মা বাবাকে জানালে আর আপত্তি হবে না, তাই বসেছিলুম। কিন্তু এখন তুমি ছাড়া আমাকে কেউ রক্ষা করবার নাই। সুজনদাস ও তাঁর স্ত্রীর সাহায্যে বিপদ হতে কতকটা উত্তীর্ণ

হয়েছি। তাঁরা কাল কলিকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। যাবার সময় হাওড়ায় তোমার বাসায় আমার—আমার বুকের ধন—নবজাত শিশু পুত্রটি রেখে যাবেন।” এ্যাঁ! প্রমীলার ছেলে! হা ভগবান! ফটিককে পাঠালুম পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে যেতে। কিন্তু (মনে মনে কি চিন্তা করিয়া হাতে গণিল) ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, উঁহুঁ, মাঘ, ফাল্গুন—যাক্! ফটিককে তো থামাতে হচ্ছে এখনি, নইলে এ কোথায় গিয়ে গড়াবে কে জানে। (ডাকিল) ধনী! ধনী! (সরযূর প্রবেশ—চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া) এ্যাঁ! এই যে! তুমি ঠিকই বলেছ শিশুটি সম্বন্ধে! আমি এটাকে নিয়ে ভীষণ মুস্কিলে পড়েছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে শিশুটি আমার বোনের।

সরযূ। কি !!

ফণী। হাঁ, তোমার কাছ থেকে এবং মা বাবার কাছ থেকেও তার বিয়ের খবর এতদিন গোপন করে রেখেছি, কিন্তু বোর্ডিংএ থেকেও যে এতটা ফ্যাঁসাদ বাঁধিয়ে বসেছে তাতো জানতুম না। আর কি বুদ্ধি! চিঠি দিলে ডাকে, তাইতো পরে এসে পৌঁছেচে।

সরযূ। তুমি যে তোমার নিজের নষ্টামি শেষে আপন বোনের নামে কলঙ্ক রটনা করে ঢাকবার চেষ্টা করবে এতটা নীচতা তো তোমাকে দিয়ে সম্ভব মনে করিনি।

ফণী। কলঙ্ক রটনা কি রকম ? সে যে বিবাহিতা !

সরযূ। সব মিথ্যা ! কে তার স্বামী ?

ফণী। অলকরায়। দেখনা চিঠি।

সরযূ। (ঘা দিয়া চিঠি তার হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া) রেখে দাও ! যা তা বলে ঠকাবে আমি তেমন বোকা নই।

ফণী। আচ্ছা, সে পরে হবে এখন। তুই একদিনের মধ্যে প্রমীলা এখানে এলেই সব জানতে পারবে। এখন তো আর সময় নেই। (ডাকিল) ধনী, ধনী !

সরযূ। কিছুই জানতে চাইনা আমি। আমাকে বাড়ী ছেড়ে যেতে দাও।

ফণী। না, দেব না। তুমি নিজ ঘরে গিয়ে কাপড় চোপড় ছাড়।

সরযূ। না, ছাড়ব না। গাড়ী এসেছে, আমাকে যেতে দাও।

(ধনীর প্রবেশ)

ফণী। বেশ, তুমি যদি মনস্থির করে থাক যে তুমি নষ্ট করে দেবে—ধনী, যাতো এখনি থানায়, বল্ গিয়ে—তোমার সুখ আর—ফটিককে যে শিশুটা—আমার। (উভয়ে চমকিয়া উঠিল) না, না ! শিশুটাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। তুই এক্ষুনি যা। (ধনী নিষ্ক্রান্ত। সরযূ দরজার দিকে অগ্রসর হইল) সরযূ, একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখ।

সরযূ। বহুদিন স্থির হয়ে ভেবেছি, আর নয়। আর বোকার মত সব সহ্য করছিনা। (উভয়ে অগ্রসর হইল)

ফণী। দেখ, মিছামিছি—

সরযূ। দেখ, আমি আর এসব সয়ে থাক্‌ব না তোমার ঘরে। এ একেবারে স্থির নিশ্চয়।

ফণী। একটু শোন—

সরযূ। চুপ কর। আমি আর কোনো কথা শুনতে চাইনা।

ফণী। তোমার এই রাগের চেহারাটি কি চমৎকার যে দেখাচ্ছে সে আর কি বল্‌ব! এই মূর্ত্তিতে আমার চোখের সামনে একটু দাঁড়াও, আমি নয়ন ভরে দেখেনি। মামুলী সেই এক মূর্ত্তিতো আর দিন রাত ধ্যান করা যায় না।

সরযূ। হাঁ, হাঁ, এসব আমার জানা আছে, আর নয়।

ফণী। ওঃ, সরু—

সরযূ। ঠাট্টা রাখ। ঠাট্টার বিষয় নয়। তোমার চোখে আমাকে কতটা চমৎকার দেখায় সে আমি জানি।

ফণী। তুমি অন্যায় বল্‌ছ, সরু। আমার চোখে তোমাকে চমৎকার না দেখালে তোমাকে বিয়ে করলুম কেন?

সরযূ। জানিনা। তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই ছিল ভালো। (কান্না)

ফণী। (তাহাকে বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া) এইতো, এইতো! এতটা ইয়ে হয়ে গেছো কেন তুমি! স্থির হও, স্থির হও, লক্ষ্মীটী! ঘরে গিয়ে এসব ছাড়। ভুল—

ভুল তোমার সব, ভুলটি কেটে গেলেই দেখ্‌বে মুখে হাসি ফুট্‌বে।

সরযূ। আর আমার মুখে হাসি ফুট্‌বে না।

ফণী। আরে না, না, এ কিছু নয়, যাবে, এ কেটে যাবে—(স্বগত) একটু যেন নরম হয়ে আসছে। চল, চল। (তার ঘরের দিকে টানিয়া নিতে নিতে) তুমি একেবারে ইয়ে হয়ে পড়েছ, তা আশ্চর্য্য নয়। তবে দেখবে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন আমাদের মত সুখী আর কে!

সরযূ। আমি ঘরে যাচ্ছি, কিন্তু আমি কাপড় চোপড় ছাড়ছি না। (নিষ্ক্রান্ত)

ফণী। তালাবন্ধ করে রাখ্‌ব নাকি? না, বোধ হয় নরম হয়েছে কিছু। তা ছাড়া তালাবন্ধ করলে আরো ক্ষেপে উঠ্‌বে। ফুঃ! এমন মুস্কিলের অবস্থায় মানুষ কি কখনো পড়ে! গোপন বিয়ের দোষই এই। মেয়েদের যেন ওদিকে একটা ঝোঁকই রয়েছে।

(ধনীর প্রবেশ)

ধনী। ফটিকবাবুকে কোথাও দেখছি না যে!

ফণী। দেখ্‌ছিস্‌ না! কিন্তু তাকে যে চাই। পাড়ায় খুঁজে দেখ্‌। তুই এদিকে যা, আমি যাই ওদিকে।

ধনী। (বাহিরে চাহিয়া) ঐ যে ফটিকবাবু।

(ফটিকের প্রবেশ)

ফণী। তাড়াতাড়ি! কোথায় ওটা? কি করেছ ওটাকে?

ফটিক। কোন্‌টা?

ফণী। শিশুটা।

ফটিক। (উৎফুল্ল ভাবে) ওঃ, সে ঠিক হয়েছে।

ফণী। কোথায় ওটা! বের কর ওটাকে।

ফটিক। আমি কি করে বার করব?

ফণী। কি করে করবে? কি করেছ ওটাকে?

ফটিক। আমি থানায় গিয়ে কি হয়েছে বল্লুম, ওরা আমার দিকে চেয়ে হাস্‌লে, বল্লে-আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

ফণী। তুমি?

ফটিক। আমি ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌ছি, তখন দেখ্‌লুম একটা খালি লালগাড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে, গাড়োয়ান ঘুমোচ্ছিল—

ফণী। তুমি?

ফটিক। আমি চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লুম কেউ কোথাও নেই, চুপি চুপি তখন পুঁটুলিটি গাড়ীর ভিতর রেখে দিলুম।

ফণী। বোকা! গাধা! গজমূর্খ! বেরিয়ে এস, এক্ষুণি এসে দেখিয়ে দাও কোথায় সেই গাড়ী। (ফটিককে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

ধনী। কত মজাই যে দেখ্‌লুম আজ সকালে! প্রথমে শিশু এলেন, পরে তিনি অন্তর্ধান করলেন; পরে ফটিকবাবু

গেলেন তার খোঁজে, আমি গেলুম ফটিকবাবুর খোঁজে, এখন ফটিকবাবু এলেন পুঁটুলিটি গাড়ীতে রেখে, এখন সেই গাড়ী কই সেই সন্ধানে ছুট্‌ছে সবে।

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। গাড়ী ডাকিয়েছিলুম, চলে গেছে, আর একটা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়তো!

ধনী। এদিকে এখন একটা গাড়ীই মাত্র আছে—তাতে ঐ শিশু রয়েছে!

সরযূ। কি বলছিস্ তুই?

ধনী। ফটিকবাবু তো তাই বলে গেলেন, বাবু যে তাই আনতে গেলেন।

সরযূ। গাড়ীটা?

ধনী। হাঁ, দিদিমণি।

সরযূ। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা? (বাহিরে চাহিয়া) দয়া করে তাহলে আমার জন্যে গাড়ী ডাক্‌তে গিয়েছিলে বুঝি, না? (ফণী ও ফটিকের প্রবেশ) কোথায় গাড়ী?

ফণী। গাড়ী চলে গেছে! (ফটিক ধপ্‌ করিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িল; ফণী হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিল)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সহরের উপকণ্ঠে উগ্রচণ্ডরুদ্রের বাড়ীর বৈঠকখানা। সময় সায়াহ্ন। উগ্রচণ্ড, শান্তা এবং প্রমীলা বসিয়া আছে। উগ্রচণ্ড খবরের কাগজ পড়িতেছে। চোখে চশমা।

শান্তা। (প্রমীলার প্রতি) চা দেব, মা?

প্রমীলা। দাও।

শান্তা। (উগ্রচণ্ডের প্রতি) তোমাকে দেব?

উগ্র। জানো আমি খাবই! কি বোকার মত প্রশ্ন কর! বলতো, চা খেতে কবে আমি অস্বীকার করিছি?

শান্তা। আচ্ছা, আচ্ছা, প্রশ্ন করব না। দেতো মা, তোর বাবাকে চা'টা এগিয়ে।

উগ্র। পাজি ছোঁড়াটা বিকেলের কাগজটা রাখলে কোথায়?

শান্তা। সে বোধ হয় এখনো আসেনি।

উগ্র। (খবরের কাগজ টেবিলে রাখিয়া দিয়া চোখের চশমা খুলিয়া কেইসে রাখিল, এবং কেইসটি বুকের পকেটে রাখিল) ননসেন্স! তুমি কি বলতে চাও তুমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ? তুমি কি ভাবছ সে গেইটে অপেক্ষা করে আছে, আমি গিয়ে তার কাছ থেকে কাগজ আনব বলে?

শান্তা। সেখানে যদি দাঁড়িয়ে থেকে থাকে তো তার নিশ্চয় খুব অন্যায়।

প্রমীলা। তোমার চা, বাবা।

উগ্র। (চা লইয়া একটা গোল টুল টানিয়া) বস্, মা! (প্রমীলা বসিল) তোর শরীরটা তো বড় কাহিল দেখাচ্ছে। এতদিন থেকে এলুম পশ্চিমে। তোর পরীক্ষার জন্যে তোকে নিতে পারিনি। নইলেতো—

প্রমীলা। না, না, বাবা, আমি বেশ আছি।

শান্তা। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যে প্রমীলাকে কোথাও নেওয়া দরকার।

উগ্র। এখানকার বায়ুর কি দোষটা হয়েছে?

শান্তা। তা দোষ হয়নি কিছু।

উগ্র। তাহলে পরিবর্ত্তন করতে যাবে কেন?

শান্তা। তা—তা—জানোতো পরিবর্ত্তনে অনেক সময় উপকার হয়।

উগ্র। হাঁ, জানি, বায়ু পরিবর্ত্তনে মাথার টাক থেকে আরম্ভ করে ঘুমে নাসিকা গর্জ্জন পর্য্যন্ত সব ভালো হয়ে যায়—এই তোমার মত্।

শান্তা। জানোতো আমার বোন রমার ওয়াল্টেয়ার গিয়ে কত উপকার হয়েছিল।

উগ্র। হাঁ, ফিরে এসে দু'সপ্তাহের মধ্যেই মারা গিয়াছিল।

শান্তা। হায়, রমা!

উগ্র। প্রমীলা, জীবন বাবু সম্বন্ধে তোর আপত্তিটা কি ?

প্রমীলা। (মাথা নোয়াইয়া একটু পরে) আপত্তির কথাতো বলিনি —তবে আমি বিয়ে করতে চাইনা।

উগ্র। নন্‌সেন্স্! বিয়ে করাটা প্রত্যেক মেয়েছেলেরই কর্ত্তব্য।

প্রমীলা। হঁা, বাবা। তবে আমি বাড়ীতেই বেশ আছি, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাইনা।

শান্তা। তা এখনি তাড়া কিসের। আরো দু'একবছর যাক্, তখন বিয়ের আলাপ তোলা যাবে।

উগ্র। চার পাঁচ বছর বল না কেন, এবং ওকে গ্লাস কেইসে সাজিয়ে রেখে দাও।

প্রমীলা। আমার তাতে আপত্তি নেই, বাবা।

উগ্র। এ্যাঁ! তাই নাকি ! বোধ হয় ঐ লক্ষ্মীছাড়া অলকটার উপর তোর দৃষ্টি আছে। তা তোকে বলে রাখ্‌ছি, ও ভেগাবণ্ডটাকে আমি কখ্‌খনো জামাই করব না; ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল তোর কবে ?

প্রমীলা। ওঃ, অনেকদিন আগে। (স্বগত) কাল বিকেলে !

উগ্র। জীবনচন্দ সব বিষয়ে বারোটা অলকের সমান।

প্রমীলা। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। (স্বগত) অবিশ্যি এক বিষয়ে ছাড়া—শরীরটি।

উগ্র। কে তোকে মনে করতে বলে ? তোর মত একটা ক্ষুদে মেয়ে কি মানুষ চিন্‌বি ?

শান্তা। আমার বোধ হয় স্বামী পছন্দর ব্যাপারে মেয়েদের আঠারোতে আটাশের চেয়ে বেশী বুদ্ধি থাকে।

উগ্র। তা তোমার মনে হতে পারে। কোন্ বোকামির কথাটা তোমার কবে মনে না হয়েছে ?

প্রমীলা। জীবনবাবু লোকটি আস্ত বোকা।

উগ্র। তোর মতে হতে পারে, কিন্তু তোকে বলে দিচ্ছি বোকারাই ভালো স্বামী হয়।

শান্তা। তুমি যে বোকা তাতো মনে হয় না।

উগ্র। কি ?

শান্তা। (উঠিয়া সরিয়া গিয়া) অবশ্য মাঝে মাঝে তোমার মেজাজ একটু রুক্ষ হয়ে ওঠে, এবং যা তা বল, কিন্তু স্বামী হিসাবে এবং পিতা হিসাবে তুমি আদর্শ মানুষ। তোমার মত স্বামী পেয়েছি এ আমার বহু পুণ্যের ফল। (চোখে আঁচলের প্রান্ত তুলিল)

উগ্র। নাও, নাও, আর ওসব বাজে ব'কোনা। আমি আবার বল্‌ছি বোকারাই ভালো স্বামী হয়। আর বেশী চালাক চতুর চট্‌পটে বিশ্বফাজিলদের বিয়ে করলে দুচার মাস যেতে না যেতেই ওরা পায়ে ঠেলে। তারপরই মনের প্রফুল্লতা যায়, দেহের স্বাস্থ্য নাশ হয়, পরে অকাল মৃত্যু আসে।

শান্তা। ওঃ, আমার যখন বিয়ে হয় তখন তোর বাবার মত অমন চতুর, সব কাজে উৎসাহী যুবক ও অঞ্চলে ছিল না।

উগ্র। আমি হলুম নিয়মের ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রম দিয়েই নিয়মের প্রতিষ্ঠা। (ফটিকের প্রবেশ) কি হে! এখানে যে ?

ফটিক। জামাই বাবু পাঠালেন আপনাদেরে দেখে যেতে।

শান্তা। ভালো করেছে।

উগ্র। কচু করেছে! (ফটিকের আগমনে ভয় পাইয়া প্রমীলা উঠিল এবং ঠোঁটে আঙ্গুল চাপিল) পিতৃমাতৃভক্তির এই উচ্ছ্বাসের মানেটা কি ?

ফটিক। (প্রমীলার প্রতি জনান্তিকে) জামাই বাবু তোমাকে বল্‌তে পাঠালেন তিনি শিশুটিকে যত্নে রাখবেন, তবে তুমি সপ্তাহখানেক হাবড়ায় ওঁর বাসায় যেওনা। দিদির সঙ্গে ভারি ঝগড়া হয়ে গেছে ওঁর। দিদি আমাদের বাড়ী চলে গেছে।

প্রমীলা। কেন ?

ফটিক। শিশুটি যে তোমার, দিদি তা কিছুতেই বিশ্বাস করলে না, জামাই বাবু আশঙ্কা করছেন দিদি এখানে এসে কখন উপস্থিত হয়।

প্রমীলা। না আসে তবেই রক্ষা।

উগ্র। (শান্তার প্রতি) ছোঁড়াটা বিকেলের কাগজ নিয়ে আসতে এত দেরী করছে কেন ?

শান্তা। জানোতো, ছোঁড়াগুলো কেমন !

উগ্র। ওদের ছুঁড়ি ভাব্‌ব তেমন বোকা নই আমি, তা বোধ হয় তুমি জান।

শান্তা। এস ফটিক, একটু চা খাও। ফটিককে চা দেতো, প্রমীলা। (প্রমীলা চা দিল, ফটিক চিনির পাত্র হইতে চিনি চুরি করিয়া পকেটে পুরিল) চা খাওয়াটা খুব ভালো, চা খাওয়ার উপলক্ষে খানিকটা করে গরম জল খেলে হজমের খুব সাহায্য হয়। আমরাতো দিনে পাঁচ ছ'বার চা খাই।

উগ্র। এখন বল কখন কখন খাও, কি কি সঙ্গে খাও, কখন ঘুম থেকে ওঠ, কে আমার জুতায় কালী দেয়।

শান্তা। তা ওকে বলে কি লাভ ?

উগ্র। জিজ্ঞেস্ কর ও সিগারেট খায় কিনা, একটা নরম রকমের সিগারেট খাবে কিনা।

শান্তা। সিগারেট ! তুমি তো এ বয়সে এই বিশ্রী অভ্যাস করনি, তা তাকে জিজ্ঞেস্ করতে যাব কেন ?

ফটিক। না, না, ছিঃ !

উগ্র। তুমি বসে বসে যত ইচ্ছা মিথ্যা কথা শোন ওর। আমি নিজ চক্ষে দেখেছি ওকে খেতে। (ফটিক একটা বইয়ের পাতা উল্টাইতে ২ লুকাইয়া কেইক খাইতে লাগিল)

প্রমীলা। (ফটিকের প্রতি জনান্তিকে) বৌদি যদি এখানে এসে পড়ে তাহলে উপায় ?

(বামার প্রবেশ)

বামা। জীবন বাবু এসেছেন।

উগ্র। নিয়ে আয় তাকে এখানে।

শান্তা। তাহলে, বামা, আর একটি পেয়ালা নিয়ে আসিস্। জীবন বাবু চা ভালোবাসেন। (বামা নিষ্ক্রান্ত)

উগ্র। তোমারতো এই দোষ, যেই আসুক চা গেলাবে। আর কিছুর কথা তুমি ভাব্‌তেও পারনা?

শান্তা। তা চা না হলে—একটু কফি—

উগ্র। হাঁ, চা, কফি, সাগু, বার্লি—কেন, জল খাবার কিছু নেই বাড়ীতে?

শান্তা। তা আছে বৈ কি! চাবিটা নে তো, মা! (প্রমীলা উঠিয়া চাবি লইল) আল্‌মারী খুলে দেখ্‌বি আটার রুটি—

উগ্র। আটার রুটি! ছোলা ভাজা! অড়হরকা ডাল! তোমার মাথা! কেন, সন্দেশ নেই?

শান্তা। আছে, তাইতো বল্‌তে যাচ্ছিলুম—আটার রুটির থালার নীচে বাটীতে—

উগ্র। ময়দা আছে—তার নীচে হাঁড়িতে আলু আছে—তার নীচে কলসে চাল আছে—হাঁড়িতে জিয়োনো কই মাছ আছে—যাতো, প্রমীলা, তুই দেখে নিয়ে আয়।

প্রমীলা। (জনান্তিকে) বৌদি না এলেই হয়। (নিষ্ক্রান্ত)

উগ্র। (উঠিয়া) বেশ বোঝা যাচ্ছে জীবন চন্দ সম্বন্ধে মা মেয়ের একমত, আর তুমিও তাকে মনে একটি

আস্ত—(বামাসহ জীবন চন্দ্রের প্রবেশ—তাহাকে দেখিয়া) আদর্শস্থানীয় ভদ্র যুবক বলে। ওঃ, খুসি হলুম আপনাকে দেখে। আসুন, আসুন, আপনারি কথা বল্‌ছিলুম।

জীবন। (নার্ভাস ভাবে) তা—তা—আমার সৌভাগ্য। (নমস্কার করিতে হাতের লাঠি পড়িয়া গেল)

শান্তা। বসুন, বসুন, প্রমীলা গেছে একটু জল খাবার—

উগ্র। চুপ কর। জীবন বাবু, এটি হচ্ছে ফটিক, ফণীর শ্যালক। আপনাদের আর দেখা হয়নি বোধ হয়। (জীবন ফটিকের কাছে গেল)

জীবন। না—তা বোধ হয় হয়নি—তবে, আশা করি—

ফটিক। ভালো আছেন তো, জীবন বাবু?

জীবন। হাঁ, ভালো, আশা করি—আপনিও—

উগ্র। আপনি বসুন।

জীবন। আচ্ছা তা—(লাঠি কুড়াইয়া বসিল; বসিবার সময় টেবিলে লাগিয়া আবার লাঠি পড়িয়া গেল। খাবার লইয়া প্রমীলার প্রবেশ)

শান্তা। এইখানে রাখ। একটু জলযোগ করুন, জীবন বাবু। বাড়ীর তৈরী সন্দেশ। রমেশ গোয়ালা দুধ নিয়ে এসেছিল। ওর দুধে চমৎকার ছানা হয়।—তাথেকেই তৈরী।

উগ্র। হাঁ, এখন তোমার জ্যাকেট, ব্লাউজ, কামিজ, সেমিজ, কায়া, ছায়া, চুলের কাঁটা—সব কিছুরই ইতিহাসটা দিয়ে ফেল।……জ্বালালে! ছোঁড়াটা এখনো কাগজ নিয়ে আসছে না কেন! জীবন বাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন।

জীবন। নিশ্চয়, নিশ্চয়। (উঠিল)

উগ্র। আমি ফিরে এসে আমার পড়বার ঘরে যাব, কাজেই হয়ত আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

জীবন। তা—তা— (উগ্রচণ্ড নিষ্ক্রান্ত)

শান্তা। কি মুস্কিল, কাগজটা নিয়ে আসছে না। তোর বাবাতো এই জন্যেই বিরক্ত হয়ে আছে। শেষে ওর অসুখ টসুখ করে বসবে—এই কাগজের জন্যেই। এই বাড়ীতে খবরের কাগজে অনেক ফ্যাঁসাদ বাঁধায়। খবরের কাগজ জিনীসটা না থাকলেই ছিল ভালো। কি বলেন জীবন বাবু?

জীবন। কি বল্লেন?

শান্তা। আমি বলছিলুম—

ফটিক। খবরের কাগজতো বেশ জিনীস মাঐ ঠাকরুণ। পুলিশ গেজেট কখনো দেখেননি?

শান্তা। না।

ফটিক। ওঃ! চমৎকার ছবি সব থাকে ওতে, না জীবন বাবু?

জীবন। হবে—তবে- -আমি ঐ কাগজটার কথা শুনিনি।

প্রমীলা। (স্বগত) ওঃ, কি জানি করে বসেছি। দাদার কাছে না লিখে বৌদির কাছে লিখ্‌লুম না কেন, কিন্তু বৌদির পেটেতো কথা থাকৃতো না! (কাঁদিয়া ফেলিল)

শান্তা। (নিকটে আসিয়া) কি হয়েছে মা?

জীবন। (উঠিয়া) আমি বোধ করি—আমি কিছু বলিনি যাতে—

প্রমীলা। না, না, কিছু নয়। বিকেল থেকে শরীরটা ভালো লাগছিল না।

শান্তা। আঃ! একেবারে ফ্যাঁকাশে দেখাচ্ছে তোর মুখ-খানা। জীবনবাবু, ঐ জানালাটা একটু খুলে দেবেন?

জীবন। নিশ্চয়, নিশ্চয়। (উঠিয়া গিয়া জানালা খুলিয়া দিতে একটা চেয়ার উল্টাইয়া ফেলিল)

শান্তা। ফটিক, একটু জল আনোতো, বাবা!

প্রমীলা। না মা, ও কিছু নয়, এখনি সেরে উঠ্‌বো। (বাহিরে তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী একটা শিশ শোনা গেল। সকলে ভয়ে চম্‌কিয়া উঠিল) এ্যাঁ! (স্বগত) আমার স্বামীর সঙ্কেত! (উঠিল)

শান্তা। এ আবার কি? কে যেন বাগানে শিশ্‌ দিলে মনে হলো। চোর টোর নয় তো!

জীবন। তাই—তাই নাকি? ওদের হাতে তো অস্ত্র থাকে—(এককোণে সরিয়া গেল)

শান্তা। কেউ জানালাটা লাগিয়ে ফেল—এক্ষনি—জীবন বাবু? (কোণে সরিয়া গেল)

জীবন। নিশ্চয়—নিশ্চয়—তবে কিনা—আমার—আমার পা' টা মচ্‌কে গেছে।

শান্তা। ফটিক!

ফটিক। ওটা কি করে লাগাতে হয় জানি না। (অন্যকোণে সরিয়া গেল)

শান্তা। কাউকে তো লাগাতে হবে, নইলে জানালা দিয়েই যে ঢুকে পড়বে।

প্রমীলা। ভয় নেই, মা, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। (দৌড়িয়া গিয়া জানালা লাগাইল)

শান্তা। (আতঙ্কে) প্রমীলা, সরে আয়, সরে আয়।

প্রমীলা। মিথ্যা ভয় করছ মা, এখানে কেউ নেই। (স্বগত) ওকে তো দেখ্‌তে পারছিনা। কিন্তু আমাকে দেখ্‌ছে নিশ্চয়।

শান্তা। ওঃ! ভয়ে আমার শরীর কাঁপছে। (বসিল)

প্রমীলা। (স্বগত) সব এখন চলে যেতো তো বেশ হতো। কি মুস্কিল! (প্রকাশ্যে) মা, তোমাকে ভারি অসুস্থ দেখাচ্ছে, তোমার ঘরে যাও, একটু বিশ্রাম কর গিয়ে। আমি আর ফটিকবাবু জীবন বাবুর কাছে রইলুম।

শান্তা। (উঠিয়া) তা জীবন বাবু কিছু মনে না করলে আমি আসতে পারি।

জীবন। তা—তা—খুসির কথা—

প্রমীলা। যাও, মা, আমি শীগ্‌গীরই তোমার কাছে যাব ; দেখো, তুমি আবার এসে প'ড়োনা।

শান্তা। বেশী দেরী করিসনে মা। (নিষ্ক্রান্ত)

প্রমীলা। (দৌড়িয়া ফটিকের কাছে গিয়া, তার প্রতি জনান্তিকে) ফটিক বাবু, এ আমার স্বামী।

ফটিক। এঁ্যা ! ভারি মজা তো ! কোথায় তিনি ?

জীবন। (স্বগত) ভারি অদ্ভুত পরিবারটি !

প্রমীলা। (জীবনকে দেখাইয়া) ইনি চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে থাকতে হবে—

ফটিক। উনি কোথায় ?

প্রমীলা। দেখা যায়না—ভারি অন্ধকার !

জীবন। মাপ করবেন—আমি এঁ্যা—

প্রমীলা। না, জানালার কাছে যাবেন না, তাহলে আপনাকে দেখে ফেল্‌বে। (জীবন বাবুর প্রতি) ওঃ, মাপ করবেন, আপনার লাঠিটা চাইলেন না ? (লাঠি লইয়া তার হাতে দিয়া দিল)

জীবন। ধন্যবাদ—লাঠি চাইনা ! আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম—

প্রমীলা। না, না, শিষ্টতার কি প্রয়োজন ? আপনি যেতে চাইলে—

জীবন। তা নয়—আমি বাস্তবিক—

প্রমীলা। ফটিক বাবু আপনাকে গাড়ী ডেকে দিবেন। কেমন, দিবেন না, ফটিক বাবু ?

ফটিক। নিশ্চয়।

জীবন। না, না, আমি কষ্ট দিতে চাইনা।

প্রমীলা। নমস্কার, আর একদিন নিশ্চয় আসবেন।

জীবন। তা—তা—খুসির কথা—

প্রমীলা। আরো বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারছেন না আমাদের সঙ্গে, সে জন্যে দুঃখিত হলুম।

জীবন। বাস্তবিক—কিন্তু আমি, এ্যাঁ—

প্রমীলা। নমস্কার। (তাহারা তাহাকে একরূপ ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল, জীবনের গায়ের চাদর পড়িয়া রহিল) যাক্, গেছে! এখন সঙ্কেত—(জানালার কাছে দৌড়িয়া গেল)

ফটিক। হুর্‌রে! সব পরিষ্কার। (লাফাইয়া উঠিল)

(জীবনের প্রবেশ)

জীবন। মাপ করবেন! আমার চাদরটা ফেলে গেছি। (চাদর লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

প্রমীলা। এ্যাঁ! কি যন্ত্রণাটাই দিচ্ছে! দরজায় থাক, ফটিক বাবু, দাঁড়িয়ে পাহারা দাও। (জানালা খুলিয়া রুমাল নাড়িল)

ফটিক। চমৎকার হয়েছে—সব পরিষ্কার।

প্রমীলা। কেমন যেন ভয় ভয় করছে! আজ রাত্রেই ওর সঙ্গে আমি চলে যাব, নইলে কখন আবার বৌদিদি এসে উপস্থিত হবে। (অলকরায়ের প্রবেশ। ফটিক জানালা লাগাইয়া দিল)

অলক। (প্রমীলার কাছে গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রমীলা! সু খবর!

ফটিক। বেড়ে!

অলক। (প্রমীলাকে ছাড়িয়া দিয়া) এটি কে?

প্রমীলা। ও কেউ নয়—ফটিক বাবু—দাদার শালা।

অলক। ওঃ! ভালো তো?

ফটিক। পরিচয় হলো—ভারি—

প্রমীলা। দাদা ফটিক বাবুকে পাঠিয়েছে খোকাকে যত্নে রাখা হয়েছে একথা জানাতে।

অলক। চমৎকার মানুষ। কিন্তু ওঁকে আমরা বেশীদিন বিরক্ত করব না। কালকেই তাঁকে এ দায় হতে নিস্কৃতি দেব।

ফটিক। কাল্‌কে! (স্বগত) খেয়েছে!

প্রমীলা। কালকে?

অলক। হাঁ পমি, তোমাকেও আজ রাত্রেই নিয়ে যেতে চাই।

প্রমীলা। সুখী হলুম শুনে। বৌদি এখানে এসে পড়বে সেই ভয়ে আমিও এখানে থাকতে চাইনা।

অলক। কেন?

ফটিক। আমি বাইরে গিয়ে পাহারা দিই, কেমন?

প্রমীলা। হাঁ, ফটিক বাবু, তাই কর। না, এখানে নয়। (তার নিকটে গিয়া) বাবা কাগজ নিয়ে আছেন, ওঁর দিক থেকে কোনো ভয় নেই। (ফটিককে অন্যদিকে পাঠাইল) মা আসছে দেখ্‌লে খবর দিও।

ফটিক। (দরজায় স্বগত) ঠিক সময়ে ফস্কে আসা গেল—নইলে কি প্রশ্ন করে বস্‌তো ঠিক নেই। (নিষ্ক্রান্ত)

প্রমীলা। বৌদি ভাব্‌ছে দাদা ওর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছে, শিশুটি যে আমার তা বিশ্বাস করছে না। দাদা আশঙ্কা করছে বৌদি এখানে খোঁজ করতে এসে উপস্থিত না হয়।

অলক। তা আসুক। এসে তোমাকে এখানে পাবেনা। এখন বসে খবর শোন। জানোতো সব ডেপুটি-গিরিটা পেলেই আমাদের বিয়ের খবরটা তোমার বাপ মাকে জানাব সেই প্রতীক্ষায় ছিলুম।

প্রমীলা। এখন?

অলক। সেটা ফস্কে গেল।

প্রমীলা। এই বুঝি তোমার সু খবর?

অলক। না। তবে শোন। সাব্‌ ডেপুটিগিরিটা ফস্কে গেল শুনে ভারি নিরাশ হলুম। ভাব্‌লুম, কি করা যায়? এ অবস্থায় বাবাকে সব বলে না দিয়ে কি করি?

প্রমীলা। বলেছ?

অলক। বলেছি।

প্রমীলা। খুব রেগেছেন?

অলক। প্রথমটা খুব রেগে উঠে বল্লেন—"তোকে আমার এক পয়সাও দেবনা। যা, খাগে এখন খাবি কি। বিয়ে করেছেন রূপ দেখে, রূপেতো আর পেট ভরবে না।"

আমি বল্লুম—"আমি রেঙ্গুন চলে যাচ্ছি প্রমীলাকে নিয়ে, দুবেলা দুজনের দুমুঠো ভাত, খোকার জন্যে একটু দুধ জোগাড় করার মত একটা কাজ দেখে নিতে পারব।" যেই বলেছি খোকার জন্যে, অমনি বাবা দুপা পিছিয়ে গেলেন, ওঁর চক্ষু আয়ত হয়ে গেল, ওঁর নীচের চোয়ালটা নেবে পড়ল, বল্লেন "এঁ্যা! খোকা! কতদিন হয় বিয়ে করেছিস্? বৌমাকে আর নাতিকে রেখেছিস্ কোথায়? কাল্‌কেই বাড়ী নিয়ে আয়, হতচ্ছাড়া, গাধা!"

প্রমীলা। বেশ, বেশ হয়েছে। চল, আমরা এক্ষুনি দাদার কাছে গিয়ে খোকাকে নিয়ে আসি।

(দ্রুত ফটিকের প্রবেশ)

ফটিক। মাঐ মা আসছেন।

প্রমীলা। যাও, যাও। (অলক জানালার কাছে দৌড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা খুলিতে পারিল না। সেখান হইতে দৌড়িয়া সে দরজার কাছে গেল)

উগ্র। (সেদিক হইতে ডাকিল) শান্তা!

(অলক দৌড়িয়া অন্য দরজার দিকে গেল, প্রমীলা ও ফটিক তাহাকে অনুসরণ করিল)

শান্তা। (সেদিক হইতে) প্রমীলা!

ফটিক। এই এখানে! টেবিলের নীচে ঢুকে পড়ুন।

প্রমীলা। না, পর্দ্দার আড়ালে লুকোও। (অলক লুকাইল)

(শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। জীবনবাবু চলে গেছেন মা ?

প্রমীলা। হ্যাঁ মা। তুমি সেরে উঠেছ তো ?

শান্তা। হাঁ, একটু।

উগ্র। (বাহির হইতে ডাকিল) শান্তা !

শান্তা। ঐ তোর বাবা ডাকছেন। আমি যাই।

প্রমীলা। হাঁ মা, তাড়াতাড়ি চলে যাও, নইলে এখানে তিনি এসে পড়বেন।

শান্তা। তা পড়বেনইতো, আর না আসবেনই বা কেন।

প্রমীলা। তা ঠিকইত, তবে ভাবলুম তুমি হয়ত এখন ওঁর সামনে পড়তে চাওনা।

শান্তা। হাঁ, রেগে থাক্‌লে সামনে যেতে অনেক সময় ইচ্ছা হয় না তা ঠিকই।

(কাগজ হাতে উগ্রচণ্ডের প্রবেশ)

উগ্র। কি জ্বালা ! ডাকলে উত্তর দাও না কেন ? আমি সারা বাড়ী চশমা খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি কোথায় নিয়ে তা লুকিয়ে রেখেছ ?

শান্তা। আমি লুকোব কেন ? কোথায় ফেলে রাখ তার ঠিক নেই। (প্রমীলা ও ফটিক পর্দার আড়ালে সরিয়া গেল)

উগ্র। তা রাখিই তো। কিন্তু তোমার যদি হাত না পড়ে তাহলে আমার চীৎকার করে গলা ভাঙ্গতে হয় না।

শান্তা। কেন মিছামিছি চীৎকার কর, বলতো ?

উগ্র। না, বসে বসে তোমার মর্জ্জির অপেক্ষা করব, না ? নাকের ডগার সামনে খবরের কাগজ ধরে বসে থাক্‌ব, আর হেডিংগুলো দেখেই সন্তুষ্ট হব ! এইতো— "নেপিয়ারে ভীষণ ভূমিকম্প, সারা সহর অদৃশ্য।"

শান্তা। ওমা ! সে কোথায় ? দেখিতো।

উগ্র। আমার চশমা কোথায় ? সেটা দেখিতো !

শান্তা। আমি কি করে জান্‌ব ? কোথায় রেখেছিলে ?

উগ্র। বিছানার নীচে—আলমারীর উপরে—চুলোর পাড়ে। আমি যেখানে রেখেছিলুম সেখানে যদি তা থাক্‌তো তাহলে এখন আর আমার খুঁজতে হতো না।

শান্তা। হয়ত তাহলে বামা কোথাও—

উগ্র। নিশ্চয়—উনুনে আগুণ ধরাতে নিয়েছে—বাসন মাজতে নিয়েছে ! তুমি বেশ জানো আমার পড়বার ঘরের টেবিলের কিছুই সে ছোঁয় না।

শান্তা। ওঃ, তোমার টেবিলে রেখে এসেছ ? তা আগে বলনি কেন ? যাই, নিয়ে আসছি।

উগ্র। (তাহাকে টানিয়া ফিরাইয়া) যেতে হবে না। ওখানে নেই।

শান্তা। তাহলে কোথায় থাকতে পারে ?

উগ্র। আমার মাথায়। দশ মিনিট ধরে আমিওতো সেই প্রশ্নই করছি।

শান্তা। আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে, তোমার মূর্ত্তি দেখে আমার মাথায় সব গোলমাল হয়ে গেছে।

উগ্র। তবে কি আমি ভিজে বেড়াল.টির মত চুপ করে থাক্‌ব ; আর তুমি তোমার মাথা পরিষ্কার করবে ! (খুব নরম সুরের ভঙ্গী করিয়া) খুঁজে দাও না. লক্ষ্মীটি !

শান্তা। দেখি ভেবে।

উগ্র। আরম্ভটি চমৎকার বটে !

শান্তা। আচ্ছা, শেষবার কখন তোমার চশমা দেখ্‌লুম। হাঁ তখন তোমার চোখে ছিল।

উগ্র। না, পায়ের আঙ্গুলে ! না, ভেবে দেখ, তা দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলুম না তো ?

শান্তা। তুমি পড়ছিলে—

উগ্র। দেখ, আমার অতীতের গতিবিধির ইতিহাস শুনতে চাইনা আমি। আমি জানতে চাই চশমা কোথায় ?

শান্তা। শান্ত হও, আমি সে কথায়ইতো আসছি। তারপর তুমি তা খুলে ফেল্লে, কেইসে রাখ্‌লে, আর তারপর কেইসটা বুকের পকেটে রাখলে—দেখতো, বুকের পকেটে।

উগ্র। কোথায় ?

শান্তা। (পকেট হইতে আনিয়া) এইতো।

উগ্র। কে রাখ্‌লে এখানে ?

শান্তা। তুমি নিজেই রেখেছ। আমি দেখেছি।

উগ্র। তুমি কি মনে কর নিজে পকেটে রেখে আমি পাগলের মত এখানে ওখানে খুঁজে বেড়াচ্ছি ?

শান্তা। তা আমি বলছিনা, তবে নিজে যে পকেটে রেখেছ সে সম্বন্ধে ভুল নেই।

উগ্র। আমাকে দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে তুমি এ রকম পরিহাস করা শিখেছ দেখে আমি সুখী হইনি, এসবের বয়স তোমার নেই এখন।

শান্তা। ।ক যে বল ! তুমি কিছু হারালে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠে, সে অবস্থাটা কি আমার খুব সুখের ?

উগ্র। তুমি না হলে প্রমীলা। কোথায় সে ? (ডাকিল) (প্রমীলা মাথা বাড়াইল। ফটিক অন্যদিক হইতে তাই করিল, উগ্রচণ্ড ফিরিয়া প্রমীলাকে দেখিল) প্রমীলা, তুই পর্দ্দার আড়ালে কি করছিস্ ?

প্রমীলা। (নিকটে আসিয়া) কিছু না, বাবা, শুধু দেখ্ছিলুম এটা !

উগ্র। দেখ্বার মতন এতে কি আছে ? পর্দ্দার কি রূপ বেরিয়েছিল না কি ? (নিকটে গেল)

(বামার প্রবেশ)

বামা। জরুরি কি কাজে বৌদিদি এসেছেন।

প্রমীলা। খেয়েছে ! কি করব এখন ?

ফটিক। দিদি এসেছে ! এখনি গিয়ে জামাইবাবুকে বলতে হয়, ফস্কে পড়ি। (দরজার দিকে গেল)

উগ্র। বৌমার কি জরুরি কাজ! এখানে নিয়ে আয়। (বামা নিষ্ক্রান্ত) ফণী হয়ত টাকা নিতে পাঠিয়েছে। একটি মাস যদি নিজ বেতনে চালাতে পারতো! টাকার প্রয়োজন হলেই বৌকে পাঠায়। (সরযূর প্রবেশ। অন্যদিক দিয়া ফটিক নিষ্ক্রান্ত) ভালো তো? কি জরুরী কাজ?

শান্তা। ভালো আছো তো মা?

সরযূ। খারাপ খবর—শুন্‌লে আপনাদের রাগ না হয়ে যাবে না। এ শুধু আমার নয়, আপনাদের মেয়েও এর মধ্যে জড়িত।

প্রমীলা। ওঃ! (চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

অলক। (পর্দ্দার আড়ালে) ওঃ! কি জানি বলে বসে!

উগ্র। প্রমীলা! কেন, কি ব্যাপার? বস, শুনি সব।

সরযূ। (বসিল) জানি না কে আমার স্বামীর কাছে একটি শিশু পাঠিয়ে দিয়েছে—

উগ্র
শান্তা } (একত্রে) কি!

সরযূ। সে ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে গোপন করতে চাইলে; কিন্তু অন্যেরা জানতো, আমিও টের পেয়ে ফেলি! যখন তাকে জানালুম যে আমাকে ঠকাতে পারেনি, জানালুম যে চিরকালের মত তার বাড়ী

ছেড়ে বাবার কাছে চল্লুম তখন সে নিজ দোষ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে—কার উপর চাপাতে চেষ্টা করলে জানেন ?—প্রমীলার উপর।

উগ্র
শান্তা } প্রমীলা !

উগ্র। তুমি কি বলতে চাও যে আমার ছেলে বলেছে যে শিশুটি প্রমীলার ?

সরযূ। হাঁ, তাই বলতে চাই।

উগ্র। (উঠিয়া) পাজি হতভাগা ! ত্যাজ্যপুত্র করলুম ওকে ! কিন্তু আমার ছেলে ফণী যে এতটা দুর্ব্বৃর্ত্ত হতে পারে সেওতো বিশ্বাস হয় না। যাই আমি এখনি, ব্যাপারটা পরিস্কার করে নিতে হবে ! (যাইতে উদ্যত)

সরযূ। (উঠিয়া) দাঁড়ান, আমার শেষ হয়নি, আরো খারাপ কিছু রয়েছে।

উগ্র
শান্তা } আরো খারাপ ! (শান্তা উঠিল)

সরযূ। অনেক খারাপ ! (সকলে বসিল) আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা লুকোবার চেষ্টা করে সে আমাদের এক প্রতিবেশিনীর ঘরে—

প্রমীলা। কি ? (উঠিয়া)

অলক। সে কি ?

সরযূ। রেখে আসে। প্রতিবেশিনী পড়ে মুস্কিলে, তখন আমার স্বামী আবার শিশুটাকে পাঠিয়ে দেয় থানায়।

প্রমীলা। ওঃ!

অলক। ভীষণ পাজী!

সরযূ। থানাওয়ালা শিশুকে গ্রহণ করেনি, সে তখন একটা লাল ঘোড়ার গাড়ীতে শিশুটাকে ফেলে আসে! সে ঘোড়ার গাড়ী এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না! (উঠিয়া সরিয়া গেল)

প্রমীলা। (চীৎকার করিয়া) ওঃ, আমার খোকারে! (উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম)

উগ্র
শান্তা } (আতঙ্কে প্রমীলার দিকে ফিরিয়া) কি!

অলক। হা ভগবান! (অজ্ঞাতসারে পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া পড়িল, সকলে তাহাকে দেখিয়া ফেলিল, জীবন চন্দ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল)

জীবন। ক্ষমা করবেন, আমি একটা কাগজ ফেলে গেছি।

উগ্র। (অলকের প্রতি) তুমি অমন করে এখানে কোন্ সাহসে দাঁড়িয়ে আছ? কি চাও তুমি?

অলক। এ্যাঁ, আমি! আমি আপনার জামাই। যে শিশুটার প্রতি অমন বিশ্রী ব্যবহার করা হয়েছে সেটি আমাদের। আমি এখনি যাচ্ছি আপনার ছেলের কাছে, সে যদি শিশু না ফিরিয়ে দেয় তাহলে তারই একদিন, আমারই

একদিন ! (দৌড়িতে উদ্যত, জীবনকে ঠেলিয়া দিয়া অগ্রসর হইতেই ফণীর বাহুর মধ্যে গিয়া পড়িল। অন্যদিকে ফটিকের আবির্ভাব। ফণীকে দেখিয়া) আপনি আমার শিশুটিকে কি করলেন ?

প্রমীলা। (সাম্‌লাইয়া উঠিয়া) ওরে আমার খোকারে, তোর কি হলোরে !

সরযূ। ওঃ ! আমি কি করেছি ! কি করেছি ! (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল)

জীবন। মাপ করবেন, আমি এসে বিরক্ত করলুম।

উগ্র। (বিরক্ত—হাত দিয়া দেখাইয়া) তাহলে চলে যান না।

ফণী। এ পাগলকে ঠেকাও তো, আমার যে গলা টিপে মারবে !

প্রমীলা। (অলকের কাছে দৌড়িয়া যাইতে জীবনকে ঠেলিয়া দিয়া—অলকের প্রতি) ওগো, ওগো !

ফণী। আমাকে একটু শ্বাস ফেল্‌তে দিন্, আমি সব বুঝিয়ে বল্‌ছি।

উগ্র। বুঝানোটা একটু শক্ত হবে তা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্চে।

ফণী। আমি সারাদিন ধরে সমস্ত লাল গাড়ীর পিছনে ছুটেছি, প্রত্যেকটিকে জিজ্ঞেস্ করেছি তার মধ্যে কোনো শিশু আছে কিনা ! আট ঘণ্টা দৌড়াদৌড়ির পর যে গাড়োয়ানকে খুঁজছিলুম তাকে পেলুম, তার কাছ

থেকে নিশ্চিত জানা গেল সে শিশুটাকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল—

সকলে। ওঃ!

ফণী। আমি এক চিঠি দিয়ে তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে আবার থানায় পাঠিয়ে দিলুম, শিশুটিকে তখনি নিয়ে আসতে বলে দিলুম। (জীবনচন্দ্র ফিরিয়া আসিল)

অলক। ওঃ! শেষে কি এই হলো!

প্রমীলা। আমার খোকা শেষে এক গাড়োয়ানের হাতে গিয়ে পড়লো!

উগ্র। (জবীনকে টানিয়া এক পাশে নিয়া) সুমুখ থেকে সরে দাঁড়ান, মশায়! (ফণীর প্রতি) তুমি নিজে গেলেনা কেন শুনি?

ফণী। জানতুম আমার স্ত্রীটি এসে এখানে উপস্থিত হবেন, আর—দেখুন, প্রশ্ন করা সহজ, কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন তা দেখা যেতো। (জীবন ফিরিয়া আসিল)

উগ্র। সরুন মশায়, সুমুখ থেকে সরে দাঁড়ান।—(জীবনকে টানিয়া এক পাশে সরাইয়া দিল)

শান্তা। এ সব কি হচ্ছে!—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা!

উগ্র। বুঝতে পারছ না! আমরা পশ্চিমে ছিলুম সময় মেয়ের গোপনে বিয়ে হয়েছে, শুধু তাই নয়, তার ছেলেও হয়েছে। আর তোমার ছেলে সেই শিশুকে একটি

লাল ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে থানায় পাঠিয়েছেন। বুঝতে আর বাধছে কোথায়?

শান্তা হা ভগবান! (চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

জীবন। ভারি—ভারি বিস্ময়ের কথা!

ফণী। গাড়োয়ানকে থানায় পাঠিয়ে ধনীকে বলে এলুম শিশু-টিকে আসা মাত্রই যেন এখানে পাঠিয়ে দেয়, পথে ফটিকের সঙ্গে দেখা হতেই বল্লে—(সরযূর প্রতি) যে তুমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ। আচ্ছা গোলমালই বাঁধিয়ে বসেছ; শুধু তোমার মিথ্যা সন্দেহের ফল।

উগ্র। এখন তোমার স্ত্রীকে শাসিয়ে এ ব্যাপারের কিনারা হবে না।

ফটিক। শুনুন! গাড়ীর চাকার শব্দ শুন্‌ছি।

সকলে। না! (তাহারা কাণ পাতিল। প্রত্যেকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে। ফণী দরজায় ফটিকের কাছে দৌড়িয়া গেল এবং কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া রহিল)

জীবন। ভারি—অদ্ভুত তো!

ফটিক। হাঁ, গাড়ীই বটে, এখানেই থেমেছে।

প্রমীলা। ওঃ, আমার খোকারে!

অলক। ওঃ! কেমন করছে বুকটা।

উগ্র। সব শরীরে ঘাম দিয়েছে।

ফণী। আমার মুখের ভেতরটা এমন শুকিয়ে গেছে—

সরযূ। ভগবান করুন শিশুটিকে যেন পেয়ে থাকে!

জীবন। আমারো তাই—

ফটিক। এইতো বামা!

(বামার প্রবেশ)

বামা। একটা গাড়োয়ান এসে ডাকাডাকি করছে!

সকলে। এখানে নিয়ে আয় তাকে! (বামা ও ফটিক নিষ্ক্রান্ত; জীবন যাইতে উদ্যত)

জীবন। যাই, এখন আর থাকতে চাই না। আমার কাগজ-টির জন্যে আর একদিন আস্‌ব। (দরজায়)

ফণী। (উৎফুল্লভাবে) এই তো তারা! (জীবনের প্রতি) সরে যান, মশায়! (ঠেলিয়া অলকের উপর ফেলিয়া দিল)

অলক। (জীবনকে ঠেলিয়া দিতেই সে উগ্রচণ্ডের উপর গিয়া পড়িল) সরে যাও।

উগ্র। উঃ! পায়ের আঙ্গুলের উপর। সরে যাও, মশায়। (ঠেলিয়া ইজি চেয়ারের উপর ফেলিয়া দিল)

জীবন। মাপ করুন, বাস্তবিক—

(গাড়োয়ান ও ফটিকের প্রবেশ)

সকলে। শিশু কোথায়?

গাড়োয়ান। নেই হুজুর!

সকলে। কোথা গেল?

গাড়োয়ান। একটি স্ত্রীলোক থানায় গিয়ে বলেছে ওর শিশু।

সকলে। কোন্ স্ত্রীলোক ?

গাড়োয়ান। এই তার ঠিকানা হুজুর।

ফণী। এস! চল আমরা এক্ষুনি যাই সেখানে। তুমি বিদ্যুদ্বেগে গাড়ী হাঁকিয়ে চল—এই ঠিকানায়—(পড়িল) হীরাবাই—

সকলে। হাঁ!

ফণী। (পড়িল) গোধোলিয়া।

সকলে। এঁ্যা ?

ফণী। (পড়িল) কিষণ সিংএর বাড়ী।

সকলে। হাঁ।

ফণী। কাশী।

সকলে। ওঃ!

গাড়োয়ান। কি ? (পলাইয়া যাইতে উদ্যত)

(প্রমীলা অলকের বাহুর মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, ফটিক গাড়োয়ানের পিছনের কোটের প্রান্ত ধরিয়া টানিল, উগ্রচণ্ড খবরের কাগজ দিয়া কপালের ঘাম মুছিল; আতঙ্কে শাস্তার হাত দুটি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল। ফণী, সরযূ ও জীবনের বিভিন্ন রকম অবস্থা)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বিতীয় অঙ্কের অনুরূপ। শান্তা ইজি চেয়ারে—ফটিক বসিয়া আছে, উগ্রচণ্ড টাইম টেবিল দেখিতেছে।

শান্তা। তারা কখন ফিরবে?

ফটিক। শীগ্‌গীরই ফিরবে। টেলি এসেছে ন'টা বিশের গাড়ীতে কাশী ছাড়বে। ঠিক কটায় ফিরবে উনি টাইম টেবিল দেখেছেন।

শান্তা। শিশুটিকে পেয়েছে তারা?

ফটিক। না, যেরূপেই হোক্ তারা ভুল খবর পেয়ে গেছে।

শান্তা। ওঃ! ওঃ! এর শেষ কোথায় কে জানে?

ফটিক। টেলিতে আছে—"আশঙ্কা নেই, শিশু এখানে নয়, তবে খোঁজ পেয়েছি, প্রমীলাকে অন্ধকারে রাখ্‌বেন।"

উগ্র। (উপরের কথাবার্ত্তার সময় নানারকম বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া পাতা উল্টাইতেছিল) মাথা আর মুণ্ডু! কিভাবে সাজিয়েছে! কই, সূচী কই? ওঃ, এইতো Benares 303 (পাতা উল্টাইল)

সরযূ। (প্রবেশ করিয়া) ফটিক, এই প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে, শীগ্‌গীর ওষুধ নিয়ে আয়! (ফটিক উঠিল)

শান্তা প্রমীলা কেমন আছে, বৌমা?

(ফটিক নিষ্ক্রান্ত)

সরযূ। অনেকটা ভালো। তবে আপনি এখন ওর কাছে যাবেন না। ডাক্তার বলছেন কেউ যেন গিয়ে বিরক্ত না করে।

শান্তা। ঘরে কি বেশী আলো?

সরযূ। খুব বেশী নয়, মা। তবে যথেষ্ট আছে। কেন?

শান্তা। টেলিতে লিখেছে—"প্রমীলাকে অন্ধকারে রাখ্‌বে।"

সরযূ। ওঃ! (হাসিয়া) তার মানে জানাবে না কিছু। সেজন্যে চিন্তা নেই। আমি আবার খবর দিয়ে যাব। (নিষ্ক্রান্ত)

উগ্র। আমলো! (টাইম টেবিল ছুড়িয়া ফেলিয়া তার উপর লাথি চালাইল)

শান্তা। ওঃ! তুমি যে একেবারে চমকে তুল!

উগ্র। দেখ, আমি জিজ্ঞেস্ করছি, টাইমটেবিল বলে বাড়ীতে অমন একাধটা কিছু আছে কিনা।

শান্তা। হাঁ, আছে বলেইতো জানি।

উগ্র। আন সেটা?

শান্তা। আচ্ছা, কোথায় দেখেছি সেটা? (চিন্তা)

উগ্র। ফুঃ, রেখে দাও তোমার চিন্তা। বামা! বামা! (ডাকিল)

শান্তা। এত অস্থির হচ্ছ কেন?

উগ্র। (বিরক্তির সহিত) তা হব কেন? ওরা কখন এসে পোঁছাবে তা জেনে ফেলেছি কিনা। এই টাইম-টেবিলের মতে তো তারা সারা পৃথিবী পরিক্রমণ করে তবে এসে এখানে পোঁছাবে। (বামার প্রবেশ। টাকা দিয়া) একটা নতুন A. B. C. কিনে নিয়ে আসতে বল। (বামা নিষ্ক্রান্ত)

শান্তা। ওমা! তা দিয়ে তুমি কি করবে?

উগ্র। কেন? ও বই দিয়ে আমি সিগারেট ধরাব মনে করার কোনো কারণ আছে নাকি? ওটাতে গাড়ীর সময়েরই খোঁজ করব।

শান্তা। এ, বি, সি, এই দিয়ে তো ছেলেপেলেরা প্রথম—

উগ্র। এ, বি, সি বইয়ের কথা কে বলছে? আমি বলছি এ, বি, সি, টাইম টেবিলের কথা। দেখ, জীবন বৈচিত্র্যহীন এখন একথা আর আমাদের বলা সাজেনা। ছ'মাসের মত উত্তেজনার খোরাক পেয়ে ফেলেছি আমরা। তুমি জানো কিনা জানিনা, তোমার ছেলে এবং তোমার জামাই একটি অশ্বডিম্ব আবিষ্কার করেছে।

শান্তা। কোথায়?

উগ্র। কাশীতে।

শান্তা। কি আশ্চর্য্য! তাই দিয়ে তারা কি করবে?

উগ্র। সিদ্ধ করে পথের খোরাকের বরাদ্দ সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। আমি কি বলছি বুঝতে পারলে, না, পারলে না? তারা আলেয়ার পিছনে ছুটেছিল, শিশুকে সেখানে পায় নাই।

শান্তা। ওঃ! ওঃ। এর শেষ হবে কোথায়?

উগ্র। ফৌজদারীতে শিশুহত্যার অপরাধে সব কয়টিকে শেষটায় কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াইতে হবে আর কি? শেষ কালে ঝুলতে না হলেই বাঁচি।

শান্তা। (চীৎকার দিয়া) এঁ্যা!

উগ্র। ওরা বলছে যে খোঁজ পেয়েছে। মাথা পেয়েছে! আচ্ছা ধূলিই দিয়েছে মেয়েটা চোখে। প্রথমতো পরীক্ষা, পরীক্ষা! আমাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারবে না। পরীক্ষা হয়ে গেলে চলে গেলেও মাসখানেক পশ্চিমে থেকে আসতে পারতো। তারপর সুজনদাস তাঁদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন— সেখানে গেল তিন মাস। এখন সব অর্থ বোঝা যাচ্ছে।

শান্তা। মেয়ের বিয়ের খবর না জানানো ওদের ভারি অন্যায় হয়েছে।

উগ্র। (উঠিয়া) রেঙ্গুন চলে গেছে শুনলুম সস্ত্রীক—নইলে এখন একবার সামনাসামনি জিজ্ঞেস করতুম।

(শশীমুখীর প্রবেশ। সে উগ্রচণ্ডকে মুখোমুখি করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল)

শশী। রুদ্রমশায় কোথায় ?

উগ্র। আপনার সম্মুখেই। কি চান আপনি ?

শশী। আমি রুদ্রমশাইকে চাই।

উগ্র। তিনি আপনার সম্মুখেই। কি দরকার ? জরুরি কিছু হবে, নইলে এমন অভদ্রভাবে—

শশী। (তারদিকে অগ্রসর হইয়া) রুদ্রমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হলেই বুঝবেন জরুরি কিনা। আর তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।

(বসিল)

শান্তা। ও কি বলতে চায় শোন না।

শশী। "ও"—আমি একটা "ও"—না ? যাক্—আপমান মাথায় করেই এসেছি ! কাজেই, যত ইচ্ছা অপমান করুন।

উগ্র। আপনি কে, মহাশয়া ? এরকম বাড়ী চড়াওয়ের মানে কি ?

শশী। মানেটা হচ্ছে এই যে আমি রুদ্র মশাইকে দেখতে চাই আমার নাম শশীমুখী।

শান্তা। ওকি বল্লে—রশী মুখী ?

শশী। হাঁ, যত ইচ্ছা অপমান করুন !

উগ্র। আমার নাম উগ্রচণ্ড রুদ্র।

শশী। ওঃ ! আপনি তাহলে ওর পিতা !

উগ্র। আমার ছেলেকে চান আপনি ? সে কাশীতে।

শশী। না, না, তিনি এখানে।

উগ্র। আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌ছেন ?

শশী। সে আমি জানিনা। আমি বল্‌ছি তিনি এখানে !

উগ্র। (চীৎকার করিয়া) তার মানে মিথ্যা কথা বলছি আমি।

শান্তা। (উঠিয়া) থামো, থামো, অস্থির হয়োনা। দেখ্‌ছনা স্ত্রীলোকটি— (উগ্র শান্তাকে ঠেলিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল)

শশী। ওঃ ! যত ইচ্ছা অপমান করুন।

উগ্র। থাক, থাক, শান্তা—তুমি বাধা দিওনা। (শশীমুখীর প্রতি) শেষ কথা বলছি, আমার ছেলে কাশীতে।

শশী। আমি বলছি এখানে ! গাড়োয়ান বলেছে।

উগ্র। গাড়োয়ান ! কোন্ গাড়োয়ান ?

শশী। যে গাড়োয়ান—এঁ্যা—শিশুটিকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল, ওঃ, এ সম্বন্ধে সব কথা জানি মশায়। আর—প্রতিবেশীরাও সব জানে। আপনার ছেলে ফিরে এলে খুব ভালোরকম অভ্যর্থনাই পাবে—সারা পাড়াই প্রস্তুত হয়ে আছে ! আপনাকে খুসি হয়ে এই খবর দিচ্ছি যে আজ সকালে ছোক্‌রারা তার জানালায় ঢিল ছুঁড়ে আমোদ করেছে।

শান্তা। ওঃ, কি ভীষণ স্ত্রীলোকটি !

শশী। ওঃ ! যত খুসি অপমান করে যান।

উগ্র। শ্রীমান ফিরে এসে তো ভারি সু খবর শুনবেন।

শশী। আরো বেশী সু খবরের কথা এখনো বলা হয়নি।

উগ্র। হয়নি নাকি? কিন্তু মহাশয়ার এই অনুগ্রহের কারণ বোঝা যাচ্ছেনা। সে আপনার কি করেছে?

শশী। করেছে? ওঃ, কিছুইনা। মোটেই কিছুনা। আমার কলঙ্কে তার কি যায় আসে? ভদ্রবিধবার বাড়ীতে শিশু ফেলে এসে—

উগ্র। ওঃ! তাহলে আপনিই –

শশী। (উঠিয়া) হাঁ মশায়, আমার উপরই ঠাট্টা বিদ্রূপ চলছে, ছোকরারা রাস্তায় ঘাটে অশ্লীল ইঙ্গিত এখন আমার কাছেই করছে।

উগ্র। স্বীকার করছি, আমার ছেলে মুহূর্ত্তের জন্যে আত্মহারা হয়ে অন্যায় আচরণ করেছে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে নিজকে সাম্‌লায়ে নিয়ে সে আপনার কাছ থেকে শিশুটি নিয়ে এসেছে।

শশী। তাতে কি হয়েছে মশায়? আমার দাসী তা দেখে পাড়ায় ঢোল পিটিয়েছে, আমি অবিশ্যি তাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দিয়েছি, কিন্তু তাতে ফল আরো খারাপ হয়েছে, সারাদিন আমার বাড়ীর বার হাওয়া অসম্ভব ছিল। তবে এখন গাড়োয়ানের কাহিনী শুনে এবং আপনার ছেলের পলায়নে আমার কলঙ্ক ক্ষালনের কিছুটা সাহায্য হয়েছে বলতে হবে।

উগ্র। যাক, কিছুটা সান্ত্বনার কথা।

শান্তা। সেতো নিশ্চয়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকটি যখন বিধবা।

শশী। ওঃ, যত খুসী অপমান করুন।

উগ্র। থাক্, আর নয়। আপনার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করা হবে।

শশী। আমি তাই চাই, মশায়।

(ফণী, অলক এবং ফটিকের প্রবেশ ; ফণী, অলক এবং ফটিক এক সঙ্গে "টাইম টেবিল, টাইম টেবিল" পুনঃ পুনঃ বলিয়া রঙ্গমঞ্চে ঘুরিতে লাগিল)

ফণী। একটা টাইম টেবিল, তাড়াতাড়ি। (চারিদিকে চাহিল, শশীমুখী সরিয়া গেল)

অলক। আমরা টাইম টেবিলে দেখতে চাই সাড়ে দশটার গাড়ী কোন্ ষ্টেশন্ থেকে ছাড়ে।

শান্তা। শিশু কোথায় ?

উগ্র। সাড়ে দশটার গাড়ীর সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ কি ?

ফণী। (পুরাণ টাইম টেবিলটা কুড়াইয়া লইয়া) ওঃ, এই তো একটা। (পাতা উল্টাইতে লাগিল)

শশী। (টাইম টেবিল ছোঁ মারিয়া ছিনাইয়া ফেলিয়া দিয়া) আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া হোক্ মশায়।

ফণী। (কুড়াইয়া লইয়া) এ জরুরি ব্যাপার। আপনার কথা পরে শুন্‌ব।

শশী। (আবার ঘা দিয়া ফেলিয়া দিয়া) এখন শুনবেন মশায়।

অলক। (বই কুড়াইয়া লইয়া) আমি দেখি। (পাতা উল্টাইতে লাগিল)

উগ্র। তুমি সরে যাও বলছি। (শান্তা শশীমুখীর কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল) সাড়ে দশটার গাড়ীর সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ কি ?

ফণী। স্ত্রীলোকটা এখনো কল্‌কাতাতেই আছে, কিন্তু আজই সাড়ে দশটার গাড়ীতে কল্‌কাতা ছেড়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে তার ঠিক নেই। এখন সাড়ে ন'টা।

অলক। এইতো কিছুই ঠাহর করে উঠ্‌তে পারছিনা।

ফটিক। দিন্‌তো আমার কাছে। (লইল

উগ্র। (অগ্রসর হইয়া) তুমি এর মাথামুণ্ড কি বোঝ ? আমাকে দাও।

ফণী। (ছিনাইয়া লইয়া) আমাকে দিন।

শশী। (আবার ঘা দিয়া ফেলিয়া দিল.) মশায়, আপনি কেন আমার বাড়ীতে ওটাকে ফেলে এলেন তার একটা সদুত্তর—

ফণী। এখন একটু টাইম টেবিলটা দেখ্‌তে দিন্ তো।

শশী। না, দোব না।

উগ্র। (শশীমুখীর কাছে গিয়া তাহাকে টানিয়া সরাইয়া, ফটিক এবং অলক, ফণীর কাঁধের উপর দিয়া চাহিল) সুমুখ থেকে সর্ মাগী। (টানিয়া ঘুরাইতে লাগিল, শশী শান্তার উপর গিয়া পড়িল, শান্তা পড়িতে পড়িতে চীৎকার করিয়া তার মেয়ের ঘরে দৌড়িয়া চলিয়া গেল। শশী ঘৃণার সহিত তার দিকে চাহিয়া রহিল)

ফণী। এই তো কাশী। (উগ্রচণ্ড তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল)

শশী। আপনি কোন সাহসে আমার গায়ে হাত দিলেন ?

উগ্র। কিন্তু কাশীই যাবে তার ঠিক কি ? সাড়ে দশটার গাড়ী চাই।

ফণী। সাড়ে দশটার গাড়ী কই ?

ফটিক। মাঝামাঝি জায়গায়।

শশী। আমি এই অভদ্র আক্রমণের জন্যে নালিশ করব।

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। এসব কি হচ্চে ? ওঃ, তোমরা এসেছ ? শিশু কোথায় ?

ফণী। সে ঠিক আছে ; খোঁজ পেয়েছি।

শশী। (সরযূর প্রতি) নমস্কার ! আপনি বোধ হয় জানেন না আপনার স্বামীর অনুগ্রহেই—

সরযূ। কি অনুগ্রহ ?

শশী। ঐ যে শিশুটি—

(বামার প্রবেশ)

বামা। রামবাবু এই—"এ, বি, সি," এনে দিয়েছে। (শশী এবং সরযূ বসিল)

ফটিক, ফণী, অলক, উগ্র। এ্যাঁ ! (তাহারা সবেগে বইটা লইতে ছুটল, বামা নিষ্ক্রান্ত তাহারা আবার জড় হইয়া বই দেখিতে লাগিল, ফণী পুরানো বইটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল)

সরযূ। (স্বগত) কি মুস্কিল! (প্রকাশ্যে) আমার স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায় আপনি যদি ভুগে থাকেন তার জন্যে আমি দুঃখিত। তিনি জানতেন না কি করছিলেন—

শশী। বটে!

ফণী। এই যে! শিয়ালদ, 10—30

সরযূ। আপনি তাহলে আজ যান। অন্যদিন এই অপ্রীতিকর বিষয় সম্বন্ধে আপোষে আলাপ করা যাবে।

শশী। আপনার স্বামী সম্বন্ধে আমার কি ধারণা হয়েছে তাঁকে সে কথাটা না বলে আমি যাচ্ছিনা।

ফটিক। এই দেখুন বেলেঘাটায়, 10—30

উগ্র। বোকা কোথাকার! বেলেঘাটায় যাবে কেন। (ফণী বই লইল)

ফণী। আর হাবড়ায়? এই যে, 10 30, দুটা গাড়ী······এখন কি করা যায়? (তাহারা খুব উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করিতে লাগিল)

সরযূ। কিন্তু আপনাকে জানাচ্ছি পাশের ঘরে রোগী রয়েছে, এখন যদি নাই যান্ তাহলে অনুগ্রহ করে স্বর একটু নামিয়ে কথা বলবেন।

শশী। (মাথা সোজা করিয়া) স্বর নামিয়ে কথা বল্‌ব? আপনার স্বামীর অন্যায় আচরণে, যে স্ত্রীলোকের নামে চিরদিনের মত কলঙ্ক রটলো—অবিশ্যি এখন তা

অনেকটা কেটে গেছে—তাকে, সেই স্ত্রীলোককে আপনি বলছেন স্বর নামিয়ে কথা বল্‌তে ?

সরযূ। আপনার সুনাম আবার ফিরে এসেছে শুনে সুখী হলুম, তবে আপনার কথাবার্ত্তা ও ভঙ্গীর ভীষণতা থেকে আমি মনে করতে পারতুম—হয়ত আমার ভুল—যে নষ্ট হওয়ার মত বেশী কিছু ছিলনা আপনার।

শশী। ওঃ, যত খুসি অপমান করে যান।

ফণী। সব জায়গায়ই আমাদের যেতে হবে।

অলক। আমি যাব শিয়ালদয়।

ফণী। আমি হাবড়ায়।

ফটিক। আমি বেলেঘাটায়।

ফণী। (দরজায় গিয়া চীৎকার করিয়া) বামা, তিনটা গাড়ী নিয়ে আয়, তাড়াতাড়ি। (সরযূর কাছে আসিয়া) আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেছে, সরু—তিনটা ঘোড়ার গাড়ী তিন ষ্টেশন থেকে কাশী যাচ্ছে—না, না, তিনটা ষ্টেশনে তিন সময়ে—না, না, তিনটা ষ্টেশন থেকে এক সময়ে রেলগাড়ী যাচ্ছে—কাজেই তিন ষ্টেশনে তিনজনে তিন সময়ে—না, না, এক সময়ে—

উগ্র। মাথামুণ্ড কি বকছে কিছুই বুঝতে পারছিনা।

অলক। না, আসল কথাটা কি, তিন ষ্টেশনে সাড়ে দশটার গাড়ী দেখতে তিনজনকে যেতে হচ্ছে।

সরযূ। কেন, বুঝলাম না।

ফটিক। বাঃ! শিশুটা সাড়ে দশটার গাড়ীতে এক ষ্টেশন থেকে যে চলে যাচ্ছে।

ফণী। ফটিক, তুমি শিশুটিকে দেখেছ, তুমি দেখ্‌লে চিনবে। (অলকের প্রতি) আপনি বোধ হয় দেখেছেন?

অলক। হাঁ।

ফণী। বেশ! তাহলে রওনা দেওয়া যাক। (ফটিককে এক দিকে ঠেলিয়া দিয়া)

অলক। আর সময় নেই। (ঘড়ি দেখিয়া) দশটা প্রায় বাজে।

(অলক ও ফটিক নিষ্ক্রান্ত)

ফণী। (ঘড়ি বাহির করিয়া) তাইতো দেখছি! যাই, আশা সফল হয়ে ফিরে আসব।

(নিষ্ক্রান্ত হইতে যাইবে অমনী শশীমুখী সামনে আসিয়া পড়িল)

শশী। যাবার আগে আমার একটা কথা আছে, মশায়।

ফণী। (ঠেলিয়া সরাইতে চেষ্টা, শশীমুখী বাধা দিল) এখন কথা শোন্‌বার সময় নেই।

শশী। সময় করে নিতেই হবে, মশায়।

উগ্র। (ফণীর নড়াচড়া অনুকরণ করিয়া। ফণী ও শশীমুখী দরজায় ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল, উগ্রচণ্ড ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া) সরে যাও, মাগী।

ফণী। আমাকে যেতে দিন, জীবন মরণের ব্যাপার।

শশী। এক পা' নড়বার আগে আমি বোঝাপড়া করে নিতে

চাই। (ফণী শশীকে ঠেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া নিষ্ক্রান্ত; শশী অনুসরণ করিল)

উগ্র। ঐ মাগী যদি আবার আসে তাহলে আমি ওর ঘাড় মুচড়ে রক্ত খাব।

সরযূ। এমন অদ্ভূত কাণ্ড জীবনে দেখিনি। সাড়ে দশটার গাড়ীতে শিশুটি যাচ্ছে কোথায়?

উগ্র। শোননি? তিন ষ্টেশন থেকে একই সময়ে তিনটা গাড়ী রওনা হয়ে যাচ্ছে, শিশুকে নিয়ে ঘুরে ফিরে বোধ হয় কাশীই যাবে।

সরযূ। কি জন্যে?

উগ্র। শিশুটাকে হাওয়া খাইয়ে আনতে, মরলে পরে যেন শিবলোকে যায়, সেই জন্যে—আমি কি করে জানব কি জন্যে? প্রশ্ন করে আমাকে জ্বালিও না। অম্নি মাথা ঘুরছে।

(শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। ঐ ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোকটা গেছে তো?

উগ্র। না, সে টেবিলের নীচে আছে। দেখছ না, গেছে কিনা?

শান্তা। তাহলে প্রমীলা এখানে আসতে পারে, একা একা ওর ওখানে ভালো লাগছে না।

উগ্র। হাঁ, তাকে এখানে নিয়ে এস, সবার সঙ্গে এসে নাচ গান করবার সময়ইতো তার!

সরযূ। মা, আপনি কি পাগল হয়েছেন ? (উঠিয়া) জানেন তো, ডাক্তারের আদেশ—

উগ্র। ওঃ, চুলোয় যাক্ ডাক্তার। দৌড়দাপট করুক এসে।

সরযূ। আমি যাচ্ছি তার কাছে। (নিষ্ক্রান্ত)

উগ্র। বলি, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে লোপ হলো ? অবিশ্যি কোন কালেই তা বেশী ছিল না। জানো তোমার মেয়ে অসুস্থ, শিশুটাকে না পাওয়া গেলে তার পক্ষে সাংঘাতিক হতে পারে, তবুও—

শান্তা। ওঃ, মা—(চেয়ারে বসিল)

(ফণী ও পিছনে অনুসরণকারিণী শশীর প্রবেশ)

ফণী। আমাকে ষ্টেশনে যেতে দেবেন না নাকি ?

শশী। আগে পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে!

ফণী। এই স্ত্রীলোকটা আমাকে পুলিশের হাতে দিতে চাচ্ছে।

উগ্র। (শশীমুখীর প্রতি) আমি তোমাকে ছ'মাসের জেল খাটাব তবে ছাড়ব।

শশী। আমি ওকে খাটাব ছ'বছরের।

(জীবনচন্দের প্রবেশ)

জীবন। মাপ করবেন। আমার একটি কাগজ ফেলে গেছিলুম, তাই নিতে এসেছি।

ফণী। (দৌড়িয়া তার নিকটে গিয়া) বেঁচে গেছি। বেঁচে গেছি। আপনি বন্ধু, একটু উপকার করুন।

জীবন। ওঃ! সুখের কথা।

ফণী। আপনি হাবড়ায় ছুটে যান। সব চেয়ে দ্রুত গাড়ী যা পান নেবেন—যতগুলি শিশু পাবেন, গিয়ে, গ্রেপ্তার করে এখানে নিয়ে আসুন।

জীবন। (হতবুদ্ধি) এ্যাঁ!

ফণী। সঙ্গে একটি পুলিশ নিয়ে যান, যেতে যেতে তাকে সব অবস্থা বুঝিয়ে বলবেন।

জীবন। ওঃ, খুসির কথা, তবে—

ফণী। ওজর আপত্তি তুলবেন না, এটুকু উপকার করলে আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকৃব।

জীবন। ধন্যবাদ।

ফণী। আর সময় নেই। পাগলের মত ছুটে যান। পুলিশ নিয়ে যেতে ভুলবেন না। (ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল)

উগ্র। ঐ গর্দ্দভচন্দ্রটাকে পাঠিয়ে কি ফল হবে? এই আমিই যাব। (ডাকিল) বামা, আমার ওভার কোটটা নিয়ে আয়।

ফণী। আপনি ওর চেয়েও বেশী গোলমাল বাঁধিয়ে বস্‌বেন। (শশীমুখীর প্রতি) আপনি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কি চান বলুন, পরে আমাকে হাবড়ায় যেতে দিন।

শশী। আপনাকে ছাড়বার আগে আপনাকে আমি পুলিশের হেফাজতে দিয়ে যাব।

(একদিক দিয়া কাগজ হাতে ফটিক দৌড়িয়া আসিল। অন্যদিক দিয়া সরযূর প্রবেশ)

ফটিক। খবর আছে—খবর!

সকলে। (অত্যন্ত আগ্রহের সহিত) কি, কি?

ফটিক। শিশুটি!

সকলে। কি?

ফটিক। শিশুমঙ্গলালয়ে।

সকলে। ওঃ!

ফটিক। আমরা রাস্তা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলুম গাড়ী খুঁজে—তখন ধনীর সঙ্গে দেখা। সে এটা আপনাকে দিতে দিলে, আর বল্লে শিশুটি শিশুমঙ্গলালয়ে।

ফণী। (কাগজ লইয়া) এটা কি? সমন?

উগ্র। শিশুমঙ্গলালয়? সেখানে গেল কি করে?

(শশীমুখী দরজার কাছে গেল)

ফটিক। হা ভগবান!

সকলে। এটা কি?

ফণী। আমার বিরুদ্ধে আমার শিশু ফেলে দেবার অভিযোগ আনা হয়েছে।

সকলে। কি!!

ফণী। আমাকে গিয়ে পুলিশকোর্টে উপস্থিত হতে হবে। এর মানে কি? (ফটিকের প্রতি) বুঝিয়ে বলতে পারো?

ফটিক। দেখা যাচ্ছে, একটি পশ্চিম দেশীয়া স্ত্রীলোক কল্‌কাতা থাক্‌বার কালীন তার শিশুর জন্যে একটি ধাত্রী নিযুক্ত করেছিল, সেই শিশু এবং ধাত্রী অন্তর্ধান করেছে। স্ত্রীলোকটি পুলিশে খবর দিতে একটি লোক পাঠিয়ে দেয়, তারা তাকে প্রমীলার শিশু দিয়ে দেয়, সেই শিশুকে গাড়োয়ান একটু আগেই পুলিশের হাতে দিয়ে এসেছিল। ধাত্রী আসল শিশু নিয়ে ফিরে এলে সেই স্ত্রীলোক প্রমীলার শিশুটিকে পুলিশের কাছে ফেরত দেয়, পুলিশ তখন তাকে শিশুমঙ্গলালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

ফণী। গাড়ী ডাক—তাড়াতাড়ি। (ফটিক নিষ্ক্রান্ত) আমরা শিশুমঙ্গলালয়ে যাব, এবার গিয়ে যদি না পাই তাহলে প্রথম যে গাছ পাই তাতে ফাঁসী ঝুলব।

শশী। আমাকে ফেলে যেতে পারছ না মশায়—

(তার কোটের পশ্চাদ্ভাগ টানিল। ফণী ও শশী নিষ্ক্রান্ত)

সরযূ। এত টান হ্যাঁচ্‌ড়াতে কি আর শিশুটা বাঁচ্‌বে!

(বসিয়া পড়িল)

শান্তা। আমার আদরের টুলটুলটিকে শিশুমঙ্গলালয়ে পাঠালে, কি লজ্জার কথা!

উগ্র। নইলে কি লাট বাড়ীতে পাঠাবে ?

শান্তা। কি খাইয়ে রেখেছে কে জানে ?

উগ্র। পোলাও—কোর্ম্মা—শিক্‌কাবাব—নইলে শিশুকে আর কি খাওয়াবে ?

(জীবনচন্দের প্রবেশ)

জীবন। মাপ করবেন—আমি ফিরে এসেছি। হাওড়া ষ্টেশন প্রকাণ্ড ব্যাপার, তাই জিজ্ঞেস্ করে যেতে এলুম ষ্টেশনের সব কটি শিশুকেই কি গ্রেপ্তার করে আনতে হবে,—না, কয়েকটি মাত্র ?

শান্তা। আরে যতগুলি শিশু পারেন, সবগুলি নিয়ে আসবেন।

উগ্র। ধন্যবাদ, মশায়, আপনার সাহায্য না হলেও আমাদের চলবে।

জীবন। খুসির কথা। (বাহিরে চীৎকার—"হুররে" "হুররে" !)

উগ্র। একি !

(ফটিকের প্রবেশ, ঢুকিতে জীবনকে দরজার গায় ঠুকিয়া দিল)

ফটিক। হুররে ! শিশুটি পেয়েছি।

উগ্র। কোথায় শিশু ?

শান্তা। আমাদের টুলটুলটি !

সরযূ। সু খবর ! প্রমীলাকে দিই গিয়ে।

(দৌড়িয়া নিষ্ক্রান্ত)

(ফণীর প্রবেশ। তার গায় লাগিয়া জীবন আবার আসিয়া দরজায় পড়িল)

ফণী। হুররে! এতক্ষণে আমাদের সমস্ত কষ্টের শেষ হলো।

(প্রমীলা এবং সরযূর প্রবেশ)

প্রমীলা। কোথায়—আমার খোকন কোথায়?

(শিশু লইয়া অলকের প্রবেশ)

অলক। এই তো! (ফণী মূক ভঙ্গীতে জীবনকে বুঝাইয়া দিল। জীবন অগ্রসর হইল। অলক শিশুকে প্রমীলার কোলে দিল, ফটিক একটানে পিছন হইতে একটি চেয়ার সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করিল, প্রমীলা তাহাতে শিশু কোলে নিয়া বসিল। অলক তাহার পাশে জানু পাতিয়া বসিল। সরযূও সেই অবস্থায় বসিল। শান্তা চেয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ফটিক শান্তার পাশে, অলকের কাছে ফণী। উগ্রচণ্ড সেই ভিড় ঠেলিয়া শিশুটিকে এক নজর দেখিতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল, অবশেষে একটা চেয়ারের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল)

প্রমীলা। ওরে আমার খোকনরে, আমার মাণিকরে!

শান্তা। কি সুন্দর আমাদের টুল্‌টুলটি!

সরযূ। কেমন সুন্দর নাক চোখ! প্রমীলার চেয়েও সুন্দর হয়েছে!

শান্তা। কি—মেয়ে?

প্রমীলা। না।

শান্তা। ছেলে?

উগ্র। না, ছেলেও না মেয়েও না, মাঝামাঝি! বাপের মত হয়েছে?

জীবন। হুবহু! (ফণীর প্রতি) এটির বাপ কে?

ফটিক। বেশ মোটাসোটা, না?

ফণী। আচ্ছা দৌড়টাই তুই দৌড়িয়ে নিলি আমাদেরে!

জীবন। এটি তাহলে—

ফণী। প্রমীলার প্রথম সন্তান।

জীবন। প্রমীলার প্রথম —বাপ কে?

উগ্র। তুমি নও—গর— (নিজকে সংযত করিল)

সকলে। আহাহা—প্রমীলার প্রথমটী গো—এটী আমাদের প্রমীলার প্রথম।

উগ্র। প্রথম না দ্বিতীয় কে বলতে পারে, সেটী প্রমীলাই ভাল জানে।

